ইবতালোল বাতেল

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন ইমামুল
হুদা হাদিয়ে জামান সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী খ্যাতনামা
পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফকিহ্‌, শাহ্‌সুফী
আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্‌সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ (রহঃ) এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
বশিরহাট 'নবনুর প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪০৮ সাল

সাহায্য মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	১	ত্রা	ওফাতো

১৭ পৃষ্ঠার ১৪ ছত্রে বসিবে :—

الحد المتعاقدين و انه نهى عن بيع و سلف و انه لو كان الخدمة *

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭	১৯।২০	দারোল همما	لعلهما - দোরোল
,,	২২	يستخدمة او يعتقة	يستخدمه شهرا او يعتقه
১৮	২০	বা	বা পূর্ব্বে
১৯	১২	دون - ثهل	دون - فهل
২১	৮	بيع الوفاء واحد	و بيع الوفاء واحد
২১	১২।১৩।২১	تلفظ - تلفظ - تلفظ	تلفظا - تلفظا - تلفظا
১৮	২০	বা	বা পূর্ব্বে

২১ ১৬ ছত্রে "করে" শব্দের পরে "কিম্বা কেনা বেচা শব্দ উল্লেখ করে" বসিবে।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২	১৪।১৫	يوفر - فاسد	يفرع - الفاسد
,,	২৬	البيعد	البيع
২৩	২।২	شائخ - شائخنا	مشائخ - مشائخنا
,,	১৮।২৪	فاسد - جهل	الفاسد - جهل
২৪	৪।২২	তাঁহার - لضمنه	তাঁহারা - يضمنه
২৫	৮।১৯	تصتيم - تلفظ	تصحيح - تلفظا
৩০	৩।৬	থাকে-কাভাওয়ায়	থাকে-ফাতাওয়ায়
২৬	১৬।২০	نكلها - خالية	فكلها - خالية
২৭	২।১৪।১৫	تمام - شهت - لبه	بمال - ثبت - لبسه
২৮	৬।১৭	দারারোল لم يقرا بالنأاء	لم يقرا بالبناء দোরোল
,,	১৪।২২	কালাহ কাফি	একালাহ কাফি
৩৩	১	لتصحيح - فلا يخدر	التصحيح - فلا يخدر
৩১	১০।২২	ايتبع - الفتى ر	يتبع - الفتوى
৩৪	১৬	الا باجة	الاباحة

৵

পৃষ্ঠা	ছত্র	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
৩৫.	১২	الحكام - الامام الحسن	الحكام - للامام الحسن
”	১৩	ذها	هذا
৪১	২।২৩	মাসের - لمنسه	খাসের - لمنسجه
৪৬	১৫।১৯	দাতা হইতে হয়	দাতার হয়
৫৩	১৫।১৯	উপসত্ত্ব ولا يجارته	উপসত্ত্ব ভোগ - ولا لجارته
৫৪	১৩	বন্ধক	বন্ধকি
৫৭	২৪	বন্ধকতদা বন্ধকির	বন্ধকদাতা বন্ধকি জমির
৫৮	১৪।১৬	প্রত্যেক স্বত্ব	প্রত্যেক স্বত্ব
৬১	৭।১৪	ফলল এগাছাতোয়াহ্‌ফান	ফসল এগাছাতোয়াহ্‌ফান
৬২	৮।১৯	ঋণ হিতার প্রমাণ	ঋণ গৃহিতার প্রমাণ
”	২৩।২৬	আমেওয়াফারিক বারাকাতে	আমায়োত্তাফারিক বারাকাতে
৬৩	৫।২৫	মায়েদ ফেনকোল	… ফলকোল
৬৩	২২	অধিক্তর	অধিকতর
৬৮	১০।১৪	المشار - المنبع	المنار - المنع
৭৮	২	هون	هونو

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و اصحابه اجمعين

ইবতালোল-বাতেল

—:০:—

চট্টগ্রামের মিরেশ্বরী নিবাসী মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেবের বিজ্ঞাপন রদ।

চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরী গ্রামবাসী মাওলানা আবদুল লতিফ ছাহেব ১৩২৯ সালের ২৪শে মাঘ বুধবার তারিখে চাঁদপুরের মসজিদে কটকবালার মসলায় আমার সহিত তর্কে পরাস্ত হন এবং সভাস্থলে অতিশয় লজ্জিত হন। চট্টগ্রাম, নওয়াখালি, চাঁদপুর, বরিশাল ইত্যাদি স্থানের বহু মৌলবী, মাওলানা ইহার সাক্ষী আছেন। তিনি সেই লজ্জা নিবারণ কল্পে প্রথমে একখানা মিথ্যাপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তৎপরে এই লজ্জার প্রকোপে হিংসা পরবশ হইয়া সুফি ছদরদ্দিন সাহেবের বিরুদ্ধে 'বন্দে মাতরম' বলা জায়েজ সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়াছেন, অতঃপর তিনি হিংসার মাত্রা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করন মানসে ভাল মন্দ বিচার না করিয়া মাওলানা হামেদ ছাহেব নামীয় বাতীল এশতেহারের সুরে সুর ধরিয়া ফুরফুরার পীর সাহেবের যাবতীয় মুরিদ ও ফুরফুরার পীর সাহেবকে কাফের বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই; ইহা সত্বেও

এই তৃতীয় বিজ্ঞাপন খানিতে উক্ত পীর সাহেবের উপর কতকগুলি মস্‌লায় বাতীল মত প্রচার করার দোষারোপ করা হইয়াছে, তাঁহার এই তিনখানি বিজ্ঞাপনের অসারতা প্রকাশ করার জন্য এই কেতাবখানি লেখা হইতেছে, খোদাতায়ালা ইহা দ্বারা তাঁহার পক্ষীয় উম্মি লোকদিগের ভ্রম অন্ধকার দূর করেন, ইহাই আমাদের বাসনা।

প্রথম বিজ্ঞাপনের সংক্ষিপ্ত সার ;—

(১) "আমি মাওলানা রুহল আমিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বায় বিল ওফা কি, ইহা ছহি ফতোয়া মতে দোরস্ত আছে কিনা, যদি দোরস্ত না হয়, তবে ছহি দলিল দেন। তিনি বলেন, আপনার উত্তরের পূর্ব্বে আমি একটী প্রশ্ন করিতেছি আপনি উত্তর দেন। আমি বলিলাম, সেইটা নিয়ম মত বহাছ তাহার উত্তর না দিয়া অন্য আর একটা প্রশ্ন করিলে আমি কেন উত্তর দিব, তিনি বলিলেন না, প্রথম আমার প্রশ্নের উত্তর দেন।

(২) প্রশ্ন এই যে, কোন বিক্রির মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতার উভয়ের মধ্যে কোন সর্ত্ত লাভজনক হয়, সেই বিক্রি ছহি না ফাছেদ বা বাতেল। আমি বলিলাম, এই নিয়া আমাদের তর্ক করা আবশ্যক নাই এবং ইহার মীমাংসার জন্য আসি নাই, বায়বিল ওফা কট কিনা এবং কেতাব মতে দুরস্ত আছে কিনা তাহার উত্তর চাই।

(৩) তিনি বলেন, আমার উত্তর আগে দেন, আমি বলি যে আমি অগ্রে প্রশ্ন করিয়াছি আমার উত্তর অগ্রে দেন। এই মত কয়েকবার তর্ক বিতর্ক করিয়াছি, এই অবসরে অনুমান দুই তিন মিনিট অতীত হয়, হঠাৎ মাওলানা আবুবকর সাহেব সকলের পাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, বাবারা আর কি দেখা কি শুনা আমি

প্রথম বলিয়াছি; নয় জনের কথাই ঠিক, ইনি একজন জায়েজ বলেন, আর সব নাজায়েজ বলেন, তবে নাজায়েজই ঠিক, যাও যাও তোমরা চলিয়া যাও মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

(৪) নাজায়েজ! এই বলিয়া উপস্থিত শ্রবণকারী লোকদিগকে তাড়াইয়া দিলে, পরদিন ২৫শে মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতে মাওলানা আবুবকর সাহেবের অন্যায় বিচার দেখিয়া অনেক অনেক মোমিন আলেম প্রভৃতি বলেন, ইহার মোকাবিলা হইয়া মীমাংসা করিতে হইবে, এই সংবাদ মাওলানা রুহল আমিন প্রভৃতির নিকট পৌঁছিলে তাহারা মোকাবেলা হইতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।

(৫) ইহার পর অনেকের অনুরোধে আমি লিখিয়া প্রশ্ন করিলাম। প্রশ্ন এই, বায় বিলওফা কি? ছহিহ ফতোয়া মতে দোরস্ত আছে কিনা?

তিনি উত্তর দেন, আপনি প্রথম আমার প্রশ্নের উত্তর দেন, পরে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব। আমি পুনঃ লিখিলাম, আমি এইখানে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে আসি নাই, যাহা নিয়া বিবাদ এবং আমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছি তাহার উত্তর দেন, তিনি পুনঃ লেখেন আপনি এখন আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে, জীবন পর্য্যন্ত সময় দেওয়া গেল, পরে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব।

আমি লিখিলাম আমিও আপনাকে জীবন পর্য্যন্ত সময় দিলাম, এইত হইল মাওলানা সাহেবের গুণাগুণ অন্যায় রহস্য।

(৬) মোকাবেলা লেখালেখি দ্বারা দলিলাদি সহ মোকাবেলা করিতে আমি সর্ব্বদা খোদার ফজলে প্রস্তুত আছি, মিথ্যাবাদীর উপর খোদাতায়ালার লায়ানৎ পড়িবে, হাদিস

মতে মিথ্যাবাদীর ওয়াজ শুনা, মুরিদ হওয়া নিষ্ফল। ইহা মিরেশ্বরী মাওলানার প্রথম বিজ্ঞাপনের সংক্ষিপ্ত সার।

আমাদের উত্তর

মিরেশ্বরী মাওলানা বাহাছের কতক কথা বিজ্ঞাপনে লেখেন নাই, কারণ উহা লিখিলে, তাহার পরাজয় সকলে বুঝিতে পারিবেন। আর তিনি অনেকগুলি কথা মিথ্যাভাবে বিজ্ঞাপনে বেশী করিয়া লিখিয়া নিজের জয়ডঙ্কা বাজাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে যে কথা কম বেশী করিয়াছেন, তাহা বাহাছ বিবরণে বুঝিতে পারিবেন, মাওলানা মিথ্যা কথা লিখিতে বেশ পটু, ইহা বিজ্ঞাপনে বেশ বুঝা যাইতেছে। যদি একজন মাওলানা নিজের রিপুর বশবর্ত্তি হইয়া এরূপ মিথ্যা কথা বলেন, তবে আর কেয়ামতের বেশী বিলম্ব না থাকার ধারণা লোকের মনে উদয় হইবে না কেন?

যাহা হউক, চাঁদপুরের নিকটবর্ত্তী মুন্সী মৌলবী বা বিবেচক লোকেরা উভয় পক্ষের সত্যাসত্যের বিচার করিবেন! আমরা প্রথমে তাহার বিজ্ঞাপনের লেখাতে মিথ্যা কথা আছে কিনা, উপযুক্ত সাক্ষিগণ সহ ইহার বাহাছ প্রথমে তাহার সহিত করিতে প্রস্তুত আছি; যেহেতু তিনি মিথ্যাবাদীর উপর লানত ঘোষণা করিয়াছেন; মিথ্যাবাদীর ওয়াজ শুনা বা মিথ্যাবাদীর নিকট মুরিদ হওয়া নিষ্ফল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে প্রথমে মাওলানার মিথ্যাবাদী বা সত্যবাদী হওয়ার বাহাস করাই সঙ্গত। ইন্‌শায়াল্লা মাওলানার এইরূপ ধোকাবাজি ও মিথ্যা কারছাজি বুঝিতে কোন বিবেচক লোকের বাকি থাকিবে না।

চাদপুরের বাহাছের বিবরণ।

ফুরফুরার পীর সাহেব নানা প্রকারে 'বয়-বেলওফা সম্বন্ধে মিরেশ্বরী মাওলানাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও তিনি বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না, অবশেষে সভাস্থ আলেমগণ বলিলেন, পীর চাহেবের মুরিদানের সঙ্গে প্রথমে মিরেশ্বরী মাওলানার বাহাছ হউক, যদি ইহাতে মীমাংসা না হয়, তবে স্বয়ং পীর সাহেব বাহাছ করিবেন। তৎপরে সকলে এই খাকছারকে বাহাছের জন্য মনোনীত করিলেন।,

(১) আমি প্রথমেই মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এতদ্দেশে যে কট কবালার নিয়ম প্রচলিত আছে, উহাকে আপনি রেহন (বন্ধক) বলেন, না কেনা বেচা (ক্রয়বিক্রয়) বলেন?

(১) মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেব বলিলেন যে, আমি উহা কেনা বেচা ( ) বলি।

(আমি তৎপরে মাওলানাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে কেনা বেচাতে (ক্রয় বিক্রয়ে) এরূপ কোন সর্ত্ত থাকে, যাহাতে খরিদ্দার (ক্রেতা) বা বিক্রয়কারীর কোন প্রকার লাভ হয়, এইরূপ কেনা বেচা সহিহ, কিম্বা ফাছেদ কিম্বা বাতীল, আপনি ফেকহের বিশ্বাস যোগ্য রেওয়াএত পেশ করিয়া ইহার প্রমাণ করুন।

মাওলানা তখন বলিতে লাগিলেন, আমি ইহার উত্তর দিতে আসি নাই, ইহা লইয়া আমাদের তর্ক করার আবশ্যক নাই, বায় বিল ওফা জায়েজ কিনা ইহার উত্তর দিন।

(৩) আমি বলিলাম, আপনি প্রথমে আমার প্রশ্নের উত্তর দিউন, তৎপরে যত ইচ্ছা হয় প্রশ্ন করিবেন, আমি

তৎসমস্তের উত্তর দিতে বাধ্য। কিন্তু যতক্ষণ আমার এই প্রশ্নের উত্তর না দেন, ততক্ষণ আপনার অন্য কোন কথা শুনা যাইবে না, সভাস্থ সমস্ত মাওলানা, মৌলবি একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, ইহা ন্যায্য কথা, আপনি প্রথমে প্রশ্নের উত্তর দিন, তৎপরে প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

(৩) মাওলানা আবদুল লতিফ ছাহেব এত বড় মাওলানা হইয়া বলিয়া ফেলিলেন যে, আমি প্রশ্ন বুঝিতে পারিতেছি না।

(৪) তৎপরে আমি সভাস্থ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে কেনা বেচাতে খরিদ্দার কিম্বা বিক্রয়কারীর কোন প্রকার লাভজনক সর্ত্ত করা হয়, উক্ত কেনা বেচা সহিহ, কিম্বা ফাছেদ কিম্বা বাতীল, ইহা ফেক্‌হের বিশ্বাসযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমান করুন। আমার এই ছওয়ালটী আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন কি? (বয়বেল-ওফাতে টাকা ফেরৎ দিলে, মূল জমি ইত্যাদি ফেরত দিবার সর্ত্ত থাকে, ইহা বিক্রয়কারীর লাভ-জনক শর্ত্ত)।

সভাস্থ অনেকেই উচ্চ শব্দে বলিয়া উঠিলেন যে, হাঁ, আমরা ছওয়াল বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

(৪) ইহাতে মাওলানা আবদুল লতিফ ছাহেবের মুখ মলিন হইয়া গেল, গায়ে ঘাম ছুটিয়া গেল; তিনি নির্ব্বাক নিরুত্তর অবস্থায় রহিলেন।

তখন সভাস্থ বহু মাওলানা, মৌলবি বলিয়া উঠিলেন, জয় জয় পীর সাহেবের জয়, মৌলানা আবদুল লতিফ সাহেবের পরাজয়।

সভা ভঙ্গ হইল, সমস্ত সহরে মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেবের পরাজয় লোক পরম্পরায় বিঘোষিত হইল।

তৎপর দিবস ফজরের বাদে যাহারা উক্ত বাহাছ সভায় উপস্থিত ছিলেন না, তাহাদের দুই চারি জন মাওলানার পরাজয়ের সংবাদ তাহার নিকট প্রকাশ করিলেন, তিনি বলিলেন আমি হারি নাই, বিপক্ষেরা মিথ্যা বলিয়া আমার হারিবার কথা ঘোষণা করিতেছেন।

তন্মধ্যে দুই একজন লোক উপস্থিত হইয়া এবিষয়ে আমার নিকট আলোচনা করিলে, আমি তাহাদিগকে বলিলাম, আচ্ছা, মাওলানা যদি নিজ দাবি মতে হারিয়া না থাকেন, তবে আমার প্রশ্নের উত্তর তাঁহাকে দিতে বলুন, পরে যাহা ইচ্ছা হয় সওয়াল করিবেন

(১) তাঁহারা মাওলানার নিকট এই কথা প্রকাশ করায় তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন ;—আপনিই বয় বেল-ওফার নাজায়েজ হওয়ার দলীল লিখিয়া পাঠান।

(২) আমি তদুত্তরে লিখিয়া পাঠাইলাম, যে কেনা বেচাতে খরিদ্দার বা বিক্রয়কারীর কোন লাভ জনক সর্ত থাকে, উহা সহিহ কিম্বা ফাছেদ কিম্বা বাতীল, ফেকহের বিশ্বাসযোগ্য দলীল দ্বারা ইহার উত্তর দিন, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনাকে আপনার জীবন অবধি অবকাশ দিলাম, আপনার উত্তর পাইলে, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত আছি।

(২) তৎপরে মিরেশ্বরী মাওলানা লিখিয়া পাঠাইলেন, আমিও আপনাকে আপনার জীবন অবধি অবকাশ দিলাম।

(৩) তদুত্তরে আমি লিখিয়া পাঠাইলাম, প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রথমে দিতে হয়, এই স্বতঃসিদ্ধ মর্ম্মানুসারে আপনিই প্রথমে উত্তর দিতে বাধ্য, যদি আপনি প্রথমে উত্তর না দেন, তবে বাহাছে পরাজয় আপনার ভাগ্যেই নিহিত থাকিবে!

পাঠক উল্লিখিত বাহাস বিবরণে ১নং আমার সওয়াল ও ১নং মাওলানার জওয়াব ইহাই প্রথম কথা ছিল, কিন্তু মাওলানা আব্দুল লতিফ ছাহেব নিজের বিজ্ঞাপনে ইহার উল্লেখ করেন নাই, মওলানার বিজ্ঞাপনের ১নং কথাগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা, তিনি আমাকে প্রথম প্রশ্ন করেন নাই, ইহা শত শত লোকে সাক্ষ্য দিবেন।

বিজ্ঞাপনের ২নং কথাগুলির মধ্যে 'বয় বেলওফা' কট কিনা ; ইহা মাওলানার মিথ্যা কথা, মাওলানা নিজেই যখন উহা কেনা বেচা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তখন উহা পুনরায় কট (বন্ধক) বলিয়া প্রশ্ন করিবেন কেন ?

বিজ্ঞাপনের ৩নং কথাগুলির মধ্যে (মাওলানার উক্তি) আমি বলি যে, আমি অগ্রে প্রশ্ন করিয়াছি আমার উত্তর আগে দেন। এই কথাগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা, তিনি অগ্রে প্রশ্ন করেন নাই এবং বাহাস কালে ইহা বলেন নাই বা বলিতে পারেন না।

বিজ্ঞাপনের ৪নং সমস্ত কথাগুলি মিথ্যা।

তৎপরে যাহা যাহা মাওলানা কম বেশী করিয়াছেন, তাহা বাহাসের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, প্রত্যেকে বুঝিতে পারিবেন।

৬ নং কথার উত্তর এই যে, আমরা তাঁহার সহিত ২নং বাহাস করিতে প্রস্তুত আছি, ১ম তাঁহার বিজ্ঞাপনের লিখিত বিষয় গুলির সত্যতা সম্বন্ধে বাহাছ করা হইবে, ইহাতে তিনি সত্যবাদি সাব্যস্ত হইলে, ২নং মূল মস্‌লা সম্বন্ধে বাহাস করা হইবে, কিন্তু তিনি যেন মনে রাখেন যে, বায় বেলওফাটী তাঁহার মতে (কেনা বেচা), ইহা শত লোকের সম্মুখে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার এই প্রথম কথার উপর বাহাছের সমস্ত মীমাংসা হইবে। যদি তিনি ইহা অস্বীকার করেন, তবে তাঁহার পরাজয় হইবে।

আর যদি বিজ্ঞাপনে লিখিত কথাগুলিতে তিনি মিথ্যাবাদি সাব্যস্ত হন. তবে তাঁহার নিজের লেখা অনুসারে তাঁহার ওয়াজ শুনা, তাঁহার নিকট মুরিদ হওয়া ও তাঁহার সহিত বাহাস করা নিষ্ফল হইবে।

আর নিজ লিখিত লা'নতটি কাহার উপর পড়িবে, তাহা নিজেই বিচার করিয়া বুঝিবেন।

বিজ্ঞাপনের ৩নং কথার মধ্যে আছে, পীর সাহেব বলেন, ইনি একজন (মিরেশ্বরী মাওলানা) কটকবালা জায়েজ বলেন, আর সব নয়জন আলেম নাজায়েজ বলেন, তবে নাজায়েজই ঠিক।

পাঠক, জগতের বড় বড় শহরের সহস্র সহস্র আলেম উহা নাজায়েজ বলিতেছেন, আর মিরেশ্বরী মাওলানার স্থায় দুই একজন উহা জায়েজ বলিতেছেন, ইহারা যে দলীল জানেন তাহারাও ইহাদের অপেক্ষা অধিক দলীল পত্র জানিয়া নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়া থাকেন, এক্ষণে আমরা কি করিব, ইহার মীমাংসা হজরতের হাদিস দ্বারাই হইবে;

মেশকাত ৩০ পৃষ্ঠা ;—

يد الله على الجماعة من شذ شذ فى النار •

"বৃহৎ দলের উপর খোদাতায়ালার রহমত আছে, যে ব্যক্তি (উক্ত বৃহৎ দল) ছাড়িয়া পৃথক হইল, একা দোজখে পড়িবে।"

আরও মেশকাত, ৩০ পৃষ্ঠা ;--

اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فى النار •

"তোমাদের উপর বড় দলের পয়রবি করা ওয়াজেব, কেননা যে ব্যক্তি (উক্ত দল ছাড়িয়া) পৃথক হইল, সে একা জাহান্নামে পড়িবে।"

উপরোক্ত হাদিসদ্বয়ে বুঝা যায় যে, বৃহৎ জামায়াত আলেমের পয়রবি করাই নাজাতের পথ, এই জন্য ফুরফুরার পীর সাহেব বহু সংখ্যক আলেমের পয়রবি করিয়া কটকোবালাকে নাজায়েজ বলিয়াছিলেন। শামি (পুরাতন ছাপা) ১১৭৪ পৃষ্ঠা ;

وكذا لو كان احدها قول الاكثرين لما قد مناه عن الحاوى *

"এইরূপ যদি উভয় মতের মধ্যে একটী অধিকাংশ বিদ্বানের মত হয়, তবে তাহাই গ্রহণীয় হইবে, ইহা আমি হাবি কেতাব হইতে প্রথমে উল্লেখ করিয়াছি।"

ইহাতেও ফুরফুরার পীর ছাহেবের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। এক্ষণে মিরেশ্বরী মাওলানাকে জিজ্ঞাসা করি যে, মসলার কথা ভোটের উপর নির্ভর করা অভিজ্ঞতার পরিচয় কিনা, তাহাই বুঝুন।

পাঠক বাহাসের বিবরণে আপনারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কে হারিল আর কে জিতিল।

আরও শুনুন, মিরেশ্বরী মাওলানা 'মাওলানা' দাবি করিয়া কি উক্ত প্রশ্নের উত্তর জানিতেন না? বিশেষ সম্ভব, তিনি উহার উত্তর জানিতেন, কিন্তু উত্তর দিলে তিনি একেবারে পরাস্ত ও লাঞ্ছিত হইতেন, এই জন্যই তিনি সত্য গোপন করিয়াছিলেন। আর যদি না জানিতেন, তবে বলি, জীবন অবধি তাঁহাকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছিল, তিনি কেতাব দেখিয়া শুনিয়া কয়েক মাসের মধ্যে কি উত্তর পাঠাইতে পারিতেন না? অবশ্য পারিতেন, কিন্তু সত্য গোপন করার উদ্দেশ্যে ইহার উত্তর দেন নাই।

পাঠক, এইরূপ সত্য গোপনকারী মাওলানা দলকে চিনিয়া রাখুন।

মেশকাতে আছে :—

من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم يوم القيمة بلجام من نار *

"যে ব্যক্তি এইরূপ এল্মের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়, যাহা সে জানিয়াছে, তৎপরে সে উহা গোপন করে, কেয়ামতের দিবসে অগ্নির লাগাম তাহার মুখে লাগান হইবে।"

পাঠক ! বয়'বেলওফা (بيع بالوفاء)কে আমরা সাধারণভাবে কটবন্ধক বা কটকবালা বলিয়া থাকি, আরবিতে বয়য়োল আমানাহ (بيع الامانة), রেহনে মোয়াদ (رهن معاد), বয়য়োল ইতায়াহ (بيع الاطاعة) ইত্যাদি, উহার অন্যান্ত নামও আছে।

দোরে'ল-মোখতার ; ৩,৩৬ পৃষ্ঠা ;—

و صورته ان يبيعه العين بالف على انه اذا رد عليه الثمن رد عليه العين *

"বয়-বেলওফার নিয়ম এই যে, একজন অন্যের নিকট কোন বস্তু (জমি ইত্যাদি) এই শর্ত্তে বিক্রয় করে যে, যে সময়ে বিক্রয়কারী উক্ত মূল্য খরিদদারকে ফেরত দিবে, সেই সময়ে খরিদদার উক্ত বস্তু বিক্রয়কারিকে ফেরত দিবে।"

রদ্দোল-মোহতার (পুরাতন ছাপা) ৪।৩৮১ পৃষ্ঠা ;—

كذا فى النهاية و فى الكفاية عن المحيط هو ان يقول البائع للمشترى بعت منك هذا العين بمالك على من الدين على انه متى قضيته فهو لى و فى حاشية الفصولين عن جواهر الفتاوى هو ان يقول بعت منك على ان تبيعه مني متى جئت بالثمن *

"বয়বেলওফার উক্ত প্রকার মর্ম্ম নেহায়া কেতাবে আছে। আর কেফায়া কেতাবে মোহিত কেতাব হইতে লিখিত আছে যে, উক্ত কট বন্ধকের নিয়ম এই যে, বিক্রয়কারী খরিদদারকে বলে যে, তোমার যে টাকা আমার উপর কর্জ্জ রহিয়াছে, উক্ত টাকার পরিবর্ত্তে আমি এই বস্তুটী তোমার নিকট এই শর্ত্তে বিক্রয়

করিলাম যে, আমি যে সময় উক্ত কর্জ্জ টাকা পরিশোধ করিব, সেই সময় উক্ত বস্তু আমার হইবে।

ফছুলাএনের হাশিয়ায় জওয়াহেরোল-ফাতাওয়া হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কট কবালার নিয়ম এই যে, বিক্রয়কারী বলে, আমি তোমার নিকট এই শর্ত্তে বিক্রয় করিলাম যে, যখনই আমি উক্ত মূল্য আনয়ন করি, তখনই তুমি উক্ত বস্তু (বা জমি) আমার নিকট বিক্রয় করিবে।"

পাঠক! উক্ত তিন প্রকার কেনা-বেচাই বয়বেলওফা বা কটকবালা হইবে, প্রত্যেকটীতে বিক্রয় (بيع) শব্দ আছে এবং প্রত্যেকটীতে এই একটী শর্ত্ত করা হইয়াছে যে, মূল্যের টাকা ফেরত দিতে পারিলে উক্ত বিক্রয় ফছখ করা হইবে, সেই শর্ত্তে বিক্রয়কারির উপকার আছে।

মাওলানাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, ইহা বন্ধক বা কেনাবেচা? ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, উহা কেনাবেচা (بيع), ইহা তিনি ঠিক বলিয়াছিলেন। এই বয়-বেলওফাটী কেনাবেচার মধ্যে গণ্য কিম্বা বন্ধকের মধ্যে গণ্য, ইহাতে মত-ভেদ হইয়াছে, কিন্তু যে বয়'বেলওফাতে বিক্রয় (بيع) শব্দ আছে, উহা সহিহ বা গ্রহণ যোগ্য মতে কেনাবেচার মধ্যে গণ্য হইবে, বন্ধক (রেহণ) বলিয়া গণ্য হইবে না।

কাজিখান, ২।৩৩৮ পৃষ্ঠা;—

و الصحيح ان العقد الذى جرى بينهما ان بلفظ البيع لا يكون رهنا ◦

সহিহ মত এই যে, যে আকদটী (বয়'বেলওফাটি) উভয়ের মধ্যে জারি (স্থির) হইয়াছে, যদি বিক্রয় (بيع) শব্দের সহিত হইয়া থাকে, তবে উহা বন্ধক হইবে না (বরং কেনা-বেচা হইবে)।

মোযেরাল-মোখতার, ৩৩৬ পৃষ্ঠা :—

قيل ان بلفظ البيع لم يكن رهنا *

"কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, যদি বিক্রয় শব্দের সহিত (উক্ত কটকবালা) হইয়া থাকে, তবে উহা বন্ধক হইবে না।"

দোরারোল হেকাম, ২।২০৭ পৃষ্ঠা :—

و قيل الصحيح انه ان كان بلفظ البيع لا يكون رهنا *

"কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, সহিহ মত এই যে, যদি উহা বিক্রয় শব্দের সহিত হইয়া থাকে, তবে উহা বন্ধক হইবে না।"

এব্দাতো-আরবাবে ফাতাওয়া, ৩১৪পৃষ্ঠা :—

الصحيح انه اذا جرى بلفظ البيع لا يكون رهنا *

সহিহ মত এই যে, যদি উক্ত কটকবালা বিক্রয় শব্দের সহিত হইয়া থাকে, তবে রেহণ হইবে না।

ফাতাওয়ায়-এনকারুবি, ১।২৯৩ পৃষ্ঠা :—

و الصحيح ان العقد الذى جرى بينهما ان كان بلفظ البيع لا يكون رهنا *

"আর সহিহ মত এই যে, যে (কটকবালা) আকদটী তাহাদের উভয়ের মধ্যে স্থির হইয়াছে, যদি উহা বিক্রয় শব্দের সহিত হয়, তবে বন্ধক হইবে না।

জামায়োল ফছুলাএন, ১।২৩৬ পৃষ্ঠা :—

الصحيح ان بيع الوفاء ان كان بلفظ البيع لا يكون رهنا *

"সহিহ মত এই যে, যদি কটকবালাটী (বয়-বেলওফাটী] বিক্রয় শব্দের সহিত হইয়া থাকে, তবে বন্ধক হইবে না।

বাহরোর-রায়েক, ৬।৬ পৃষ্ঠা :—

و قال الصحيح انه ان وقع بلفظ البيع لا يكون رهنا *

কাজিখান বলিয়াছেন, সহিহ মত এই যে, যদি উক্ত কটকবালা বিক্রয় শব্দের সহিত হইয়া থাকে, তবে উহা বন্ধক হইবে না।

তবইনোল-হাকায়েক, ৫।১৮৪ পৃষ্ঠা,—

و قال فى الكافى و الصحيح ان العقد الذى جرى بينهما ان كان بلفظ البيع لا يكون رهنا *

"কাফি কেতাবে (গ্রন্থকার) বলিয়াছেন, আর সহিহ মত এই যে, যে কট্‌কবালাটী তাহাদের উভয়ের মধ্যে স্থির হইয়াছে, যদি বিক্রয় শব্দের সহিত হইয়া থাকে, তবে বন্ধক হইবে না।

মিসরি আলমগিরির চতুর্থ খণ্ডের হাশিয়ায় মুদ্রিত বাজ্জ'জিয়া, ৪৪৫ পৃষ্ঠা ;—

الصحيح انه اذا جرى بلفظ البيع لا يكون رهنا *

(তৃতীয় মত) সহিহ এই যে, যদি উহা বিক্রয় শব্দের সহিত হইয়া থাকে, তবে উহা বন্ধক হইবে না।

আলমগিরি, নলকেশওয়ারি ছাপা, ৩।১৫১, মিস্রী ছাপা, ৩।২৭১।২৭২ পৃষ্ঠা ;—

الصحيح ان العقد الذى جرى بينهما ان كان بلفظ البيع لا يكون رهنا *

"সহিহ মত এই যে, যে আকদটী উভয়ের মধ্যে স্থির হইয়াছে, যদি উহা বিক্রয় শব্দের সহিত হইয়া থাকে, তবে উহা বন্ধক হইবে না।

শামি উক্ত মতের সমর্থন কল্পে লিখিয়াছেন ;—

لان كلا منهما عقد مستقل شرعاً لكل منهما احكام مستقلة *

"উক্ত কথার কারণ এই যে, বিক্রয় ও বন্ধক প্রত্যেকটী শরিয়ত অনুসারে পৃথক পৃথক আকৃদ আর প্রত্যেকটির আহকাম আলাহেদা আলাহেদা।"

শামি, ৪।৩৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাহতাবির ৩য় খণ্ডে ১৪৩ পৃষ্ঠায় এইরূপ উক্ত মত সমর্থিত হইয়াছে।

পাঠক, আমাদের দেশের কটকবালাতে বিক্রয় শব্দ উল্লেখ হয়, কাজেই উহা সহিহ মতে কেনাবেচার মধ্যে গণ্য হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মাওলানা মিরেশ্বরী সাহেব এতটুক কথা স্বীকার করিয়াছিলেন।

আর তিনি যে অংশটুকুর উত্তর দেন নাই, তাহা আপনারা শুনুন ও বুঝুন।

(১) মেরকাত, ৩।৩২৪ পৃষ্ঠা ;—

روى ان النبى صلعم نهى عن بيع و شرط *

'রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয় (হজরত) নবি (সাঃ) শর্ত্তের সহিত কেনা বেচা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।'

(২) হেদায়ার টীকা, আয়নি ৩।১০১ পৃষ্ঠা; —

و قد نهى النبى صلعم عن بيع و شرط ، و هذا رواه ابو حنيفه رح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبى صلعم نهى عن بيع و شرط *

(এমাম) আবু হানিফা (রঃ) সনদ সহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবি (সাঃ) শর্ত্তের সহিত কেনাবেচা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৩) হেদায়া, ৩।৬২ পৃষ্ঠা ;—

من باع عبدا على ان يعتقه المشترى او يدبره او يكاتبه او امة على ان يستولدها فالبيع فاسد لان هذا بيع و شرط و قد نهى النبى صلعم عن بيع و شرط ثم جملة المذهب فيه ...... كل شرط لا يقتضيه العقد و فيه منفعة لاحد المتعاقدين و للمعقود عليه و هو من اهل الاستحقاق يفسده كشرط ان لا يبيع المشترى العبد المبيع لان فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدى الى الربا *

"যে ব্যক্তি কোন দাসকে (গোলামকে) এই শর্ত্তে বিক্রয় করে যে, খরিদদার উহাকে আজাদ (মুক্ত) করিয়া দিবে, কিম্বা মোদাব্বের (১) বা মোকাতেব (২) করিয়া দিবে, কিম্বা কোন দাসীকে এই শর্ত্তে বিক্রয় করে যে, উহাকে উম্মে-অলাদ (৩) করিয়া দিবে, তবে উক্ত বিক্রয় ফাছেদ (নাজায়েজ) হইবে, কেননা উহা শর্ত্তের সহিত কেনাবচা হইল, আর নিশ্চয় (হজরত) নবি (সাঃ) শর্ত্তের সহিত কেনাবেচা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে হানাফি মজহাবের নিয়ম কানুন এই যে, যে কোন শর্ত্ত কেনা বেচার সমর্থক সামুকূল নহে এবং উহাতে বিক্রয়কারি ও খরিদদারের উপকার হয় এবং বিক্রীত বস্তুর উপকার হয়, যদি উক্ত বস্তু উপসত্ব ভোগের উপযুক্ত হয়, তবে এইরূপ শর্ত্ত উক্ত কেনাবেচাকে ফাছেদ (নাজায়েজ) করিয়া দিবে, যেরূপ এই একটী শর্ত্ত যে খরিদদার ক্রীত দাস (খরিদা গোলামকে) বিক্রয় করিতে পারিবে না, কেননা ইহাতে বেশী শর্ত্ত আছে—যাহার কিছু বিনিময় বদলা লওয়া হয় নাই, কাজেই ইহা সুদে পরিণত করিবে।

পাঠক, এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিলেন ত যে, খরিদার ও বিক্রয় কারীর কোন লাভজনক শর্ত্ত কেনাবেচাতে থাকিলে, হানাফী মজহাবের সর্ব্বজনমানিত নিয়ম কানুন ব্যবস্থা অনুসারে উহা ফাছেদ (নাজায়েজ) হইবে এবং উহা সুদের মধ্যে গণ্য হইবে। স্বয়ং রছুলে খোদা (সঃ) এইরূপ শর্ত্ত সহ কেনা বেচা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

৪। আরও হেদায়া ৩৬২১৬৩ পৃষ্ঠা,—

و كذالك لو باع عبدا على ان يستخدمه البائع شهرا
او دارا على ان يسكنها او على ان يقرضه المشترى درهما او على
ان يهدى له هدية لانه شرط لا يقتضيه العقد و فيه منفعة

و السكني يقابلهما شيء من الثمن يكون اجارة في بيع و لو كان لا يقابلهما يكون اعارة في بيع و قد نهي النبي صلعم عن صفقتين في صفقة *

"এইরূপ যদি কেহ এই শর্ত্তে একটা গোলাম বিক্রয় করে যে, বিক্রয়কারি একমাস উক্ত গোলামের খেদমত লইবে কিম্বা এই শর্ত্তে একটা বাড়ী বিক্রয় করে যে, বিক্রয়কারি উহাতে বাস করিবে বা খরিদদার তাহাকে একটা দেরেম কর্জ্জ দিবে কিম্বা খরিদদার বিক্রয়কারিকে কোন তোহফা (উপঢৌকন) দিবে, তবে এইরূপ কেনা বেচা ফাছেদ হইবে ; কেননা ইহাতে এরূপ শর্ত্ত আছে যাহা উক্ত কেনা বেচার সমর্থক নহে এবং উহা তাহাদের এক জনার পক্ষে অর্থাৎ বিক্রকারির পক্ষে লাভজনক। আরও হাদিছ শরিফে শর্ত্তের সহিত কেনা বেচা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আরও যদি খেদমত ও বাটীতে বাস করার পরিবর্ত্তে কিছু মূল্য স্থির করা হয়, তবে উহা একসঙ্গে ইজারা ও কেনা বেচা হইবে, আর যদি উক্ত বিষয়দ্বয়ের পরিবর্ত্তে কোন মূল্য স্থির করা না হয়, তবে আ'রিয়ত ও কেনা বেচা একসঙ্গে হইবে, কিন্তু হজরত নবি (সাঃ) একসঙ্গে দুইটা আক্দ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

৫। দাররোল-মোখতার, ৩.১৫।১৬ পৃষ্ঠা ;—

و لا بيع بشرط لا يقتضيه العقد و لا يلائمه و فيه نفع لا احد هما او فيه نفع لمبيع هو من اهل الستحقاق للنفع كشرط ان يقطعه البائع او يخيطه قباء او يستخدمه او يعتقه *

"যে শর্ত্তে কেনা বেচার সমর্থক ও মোয়াফেক (সানুকূল) নহে এবং কোন এক পক্ষের লাভজনক হয় বা বিক্রিত বিষয়ের লাভজনক হয়, যদি উহা লাভভোগের উপযুক্ত হয়, যেরূপ এই শর্ত্ত করা যে, বিক্রয়কারির উক্ত বিক্রীত কাপড় কাটিয়া 'কাবা-

রূপে সেলাই করিয়া দিবে, কিম্বা উক্ত বিক্রীত গোলাম বিক্রয়-কারির একমাস খেদমত করিবে কিম্বা খরিদদার উক্ত গোলামকে স্বাধীন আজাদ করিয়া দিবে, তবে এইরূপ শর্ত সহ কেনা বেচা জায়েজ হইবে না।

৬। কাজিখান, ২।১৩৪৮ পৃষ্ঠা ;—

ثم ينظر ان ذكر شرط الفسخ فى البيع فسد البيع و ان لم يذكرا ذلك فى البيع و تلفظ بلفظ البيع بشرط الوفاء او تلفظا بالبيع الجائز و عندهما هذا البيع عبارة عن عقد غير لازم فكذلك *

"তৎপরে দেখিতে হইবে যে, যদি তাহারা উভয়ে খরিদদার ও বিক্রয়কারি কেনা বেচার মধ্যে যখন মূল্য ফেরত দিবে, তখন উক্ত বস্তু ফেরত পাইবে, এই ফছখের শর্ত উল্লেখ করে, তবে উক্ত কেনা বেচা ফাছেদ নাজায়েজ হইবে। আর যদি ফছকের কেনা বেচা ভঙ্গ করার শর্ত উহার মধ্যে উল্লেখ না করে এবং বয় বেলওফা শব্দ উল্লেখ করে কিম্বা বয় 'জায়েজ' শব্দ উচ্চারণ করে এবং উক্ত কেনা বেচা তাহাদের উভয়ের ধারণায় অস্থায়ি গয়রলাজিম আকদ স্বীকার উক্তি হয়, তবে উক্ত বয়-বেলওফা ফাছেদ হইবে।

৭। দোরেরোল-মোখতার, ৩। ৬ পৃষ্ঠা ;—

ثم ان ذكرا الفسخ فيه او قبله او زعماه غير لازم كان بيعا فاسد *

"তৎপরে যদি তাহারা উভয়ে উক্ত কেনা বেচার মধ্যে বা ফছখের কথা উল্লেখ করে কিম্বা উক্ত কেনা বেচাকে অস্থায়ি ধারণা করে, তবে ইহা ফাছেদ কেনা বেচা হইবে।

৮। দোরারোল হেকাম, ২।২০৭।২৮০ পৃষ্ঠা ;—

فان شرطا الفسخ فيه فسد و كذا ان لم يشترطاه و تلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء او بالبيع الجائز و عندهما هو بيع غير لازم فانه ايضا كذلك *

"যদি তাহারা উভয়ে উক্ত কেনা বেচায় ফছকের শর্ত্ত করে, তবে উহা ফাছেদ হইবে, এইরূপ যদি উহার শর্ত্ত না করে এবং বায়বেলওফা শব্দ উল্লেখ করে কিম্বা বয় জায়েজ শব্দ উল্লেখ করে এবং তাহাদের উভয়ের ধারণা উহা অস্থায়ি গরলাজমি কেনা বেচা হয়, তবে এস্থলেও উক্ত কেনা বেচা ফাছেদ হইবে।

৯। ফাতাওয়ায়- খয়রিয়া ১।২২৬ পৃষ্ঠা :—

(سئل فی رجل باع رجلا آخر دارا بثمن معلوم الي اجل معلم بيعا معادا علي انه في شهر كذا يحضر الثمن و يسترجع الدار ثم مضى الزمن المعين بينهما و لم يقدر البائع علي الثمن المذكور الا بعد مضى مدة فرق الجل المعين بينهما و الحال ان الثمن المذكور الذى باع به البائع المذكور دون قيمة الدار فهل للبائع المذكور دفع الثمن المذكور و استرجاع الدار المذكورة ام لاهل العقد ذلك البيع المعاد من اصله ام يكون باطلا ●

(اجاب) يجبر المشترى علي قبول الثمن من البائع ورد الدار عليه و البيع فاسد لنهيه صلى الله عليه و سلم عن بيع و شرط ●

খয়রুদ্দিন রামালি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট নির্দ্দিষ্ট মূল্যে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য একটী বাড়ী বয়-বেলওফা কটকবালা সূত্রে এই ভাবে বিক্রয় করিল যে; সে ব্যক্তি অমুক মাসে উক্ত মূল্যের টাকা উপস্থিত করিবে ও বাড়ী ফেরত লইবে। তৎপরে উভয়ের মধ্যে স্থিরীকৃত তারিখ মিয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গেল এবং উক্ত নির্দ্ধারিত মিয়াদ কিছু দিবস উত্তীর্ণ হওয়ার পরে বিক্রয়কারি উল্লিখিত মূল্য উপস্থিত করিতে সক্ষম হইল, অথচ উক্ত বিক্রয়কারি যে মূল্যে উক্ত বাড়ী বিক্রয় করিয়াছিল, তাহা বাড়ীর ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা কম ছিল। একণে উক্ত বিক্রয়কারীর পক্ষে উল্লিখিত মূল্য দিয়া সেই বাড়ীটী

ফেরত লওয়া জায়েজ হইবে কিনা ? এইরূপ বয়-বেলওফা মূলে সহিহ হইয়াছিল কিম্বা বাতীল ছিল ?

"উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, খরিদদারকে বিক্রয়কারির নিকট হইতে মূল্য ফেরত লইতে এবং তাহাকে বাড়ীটি ফেরত দিতে বাধ্য করা হইবে এবং উক্ত কেনা বেচাটী ফাছেদ, কেননা হজরত নবি (সা:) শর্ত্তসহ কেনা বেচা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

(১০) ওমদাতে আররাবেল-ফাতাওয়া, ৩৫৪ পৃষ্ঠা ;—

ثم ان شرطا فسخ البيع في العقد او تلفظا بالبيع بشرط الوفاء او تلفظا بالبيع وعندهما هذا البيع غير لازم فالبيع فاسد *

"তৎপরে যদি তাহারা উভয়ে কেনা বেচার মধ্যে উহা ফছখ করার শর্ত্ত করে কিম্বা বয়' বেলওফা শব্দ উল্লেখ করে অথবা বয়' বিক্রয় শব্দ উচ্চারণ করে, অথচ উভয়ের ধারণায় উক্ত কেনা বেচাটী অস্থায়ী হয়, তবে, এইরূপ কেনা বেচা ফাছেদ হইবে।"

(১১) ফাতাওয়ায় এফকারাবি, ১।২৯৩।২৯৪ পৃষ্ঠা ;—

ثم ينظر ان ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع وان لم يذكرا ذلك في البيع وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء او تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فكذلك *

"তৎপরে দেখা যাইবে যে, যদি উভয়ে কেনা বেচার মধ্যে ফছখের শর্ত্ত উল্লেখ করে, তবে কেনা বেচা ফাছেদ হইবে, আর যদি কেনা বেচার মধ্যে উক্ত শর্ত্ত উল্লেখ না করে এবং বয়-বেলওফা শব্দ উল্লেখ করে কিম্বা বয়-জায়েজ শব্দ উল্লেখ করে, অথচ তাহাদের ধারণায় উক্ত কেনা বেচা অস্থায়ি (গয়রকায়েমী) হয়, তবে উক্ত কেনা বেচা ফাছেদ হইবে।"

(১২) জামেয়োল-ফছুলাএন ১২৩ পৃষ্ঠা ;—

ثم لو ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع ولو لم يذكراه فيه وتلفظ بلفظ البيع بشرط الوفاء او تلفظا بلفظ الجائز وعندهما هذا البيع غير لازم فكذلك يعني يفسد *

"তৎপরে যদি উক্ত বিক্রয়ের মধ্যে ফছখের (উক্ত বস্তু ফেরত দেওয়ার) শর্ত্তের উল্লেখ করে, তবে উক্ত কেনা বেচা ফাছেদ হইবে। আর যদি উভয়ে উহার মধ্যে উক্ত শর্ত্তের উল্লেখ না করে এবং বয়বেশর্ত্তেল ওফা শব্দ উল্লেখ করে, কিম্বা ভায়েজ (বিক্রয়) শব্দ উল্লেখ করে, অথচ উভয়ের ধারণায় উক্ত কেনা বেচাটী গয়রুকায়েমী হয়, তবে উহা ঐরূপ ফাছেদ হইবে।"

(১৩) ফাতাওয়ায়-গেয়াছিয়া, ১৪৩ পৃষ্ঠা,—

بيع المعاملة بيع الوفاء و اصل و انه فاسد *

"বয়-মোয়ামালা ও বয়ওল-ওফা একই বিষয়, উহা ফাছেদ কেনা বেচা।"

(১৪) বাহরোর-রায়েক, ৬:৭১৮ পৃষ্ঠা ;—

ثم ان شرطا فسخه فى العقد او تلفظ بلفظ البيع بشرط الوفاء او تلفظ بالبيع و عند هما هذا البيع غير لازم فالبيع فاسد *

"তৎপরে উক্ত কেনা বেচার মধ্যে উহা ফছখ করার (মূল্য ফেরত দিলে বস্তু ফেরত দেওয়ার) শর্ত করে কিম্বা বয় বেশর্ত্তেল-ওফা শব্দ উল্লেখ করে এবং তাহাদের উভয়ের ধারণায় এই কেনা বেচাটী গয়রুকায়েমি হয়, তবে উক্ত কেনা বেচাটি ফাছেদ হইবে।"

(১৫) তবইনোল হাকায়েক, ৫।১৮৪ পৃষ্ঠা ;—

ثم ينظر ان ذكرا شرط الفسخ فى البيع فسد البيع و ان لم يذكرا ذلك فى البيع و تلفظ بلفظ البيع بشرط الوفاء و تلفظا بالبيع الجائز و عند هما هذا البيع عبارة عن بيع لازم فكذلك *

তৎপরে দেখা যাইবে যে, যদি তাহারা উভয়ে উক্ত কেনা বেচার মধ্যে ফছখের শর্ত্তের উল্লেখ করে, তবে উহা ফাছেদ হইবে আর যদি তাহারা উক্ত কেনা বেচায় উক্ত শর্ত্তের উল্লেখ না করে এবং বশর্ত্তেল ওফা শব্দ উল্লেখ করে কিম্বা বয়'জায়েজ শব্দ উল্লেখ

করে' অথচ তাহাদের উভয়ের ধারণায় উক্ত কেনা বেচাটী অস্থায়ি হয়, তবে উক্ত কেনা বেচাটী ফাছেদ হইবে।"

(১৬) ফাতাওয়ায়-বাজ্জাজিয়া, (মিসরি আলমগিরির ৪র্থ খণ্ডের হাসিয়ায় মুদ্রিত), ৪৪৫ পৃষ্ঠা,—

ثم ان شرطا فسخ البيع في العقد و تلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء او تلفظا بالبيع الجائز و عند هما هذا البيع غير لازم فالبيع فاسد ●

"তৎপরে যদি তাহারা উভয়ে কেনা বেচার মধ্যে উহা ভঙ্গ করার শর্ত করে এবং 'বয় বেলওয়েল ওফা, শব্দ উল্লেখ করে কিম্বা জায়েজ কেনা বেচা শব্দ উল্লেখ করে এবং উভয়ের ধারণায় উক্ত কেনা বেচাটী গয়রলাজেমি হয়, তবে উক্ত কেনা বেচাটী ফাছেদ হইবে।

(১৭) ফাতাওয়ায়-এনকারাবি, ১১২৯৪ পৃষ্ঠা,—

(بق) و الفتوى على ان بيع الوفاء فاسد يوفر عليه احكام البيع الفاسد و زوائد المبيع وفاء كزوائد المبيع فاسد فيضمن بالتعدى لا بدونه كزوائد الغصب ●

"বয়বেল ওফা কটকবালা ফাছেদ, ইহার উপর ফৎওয়া হইয়াছে, উহার উপর ফাছেদ কেনা বেচার আহকাম জারি করা যাইবে। কটকবালা সূত্রে বিক্রীত জিনিষের উৎপন্ন' ফাসেদ নাজায়েজ ভাবে বিক্রীত জিনিষের উপসত্বের তুল্য হইবে। যদি অন্যায় ভাবে উক্ত উপসত্ব নষ্ট করিয়া থাকে, তবে খরিদদার ইহার ক্ষতিপুরণ করিবে, আর যদি তাহার বিনা দোষে উহা নষ্ট হইয়া থাকে তবে খরিদদার ইহার ক্ষতিপুরণ দিবেনা, ইহা কাড়িয়া লওয়া বস্তু উপসত্বের তুল্য।

১৮। উক্ত কেতাবের হাশিয়া, পৃষ্ঠা,—

العمدة فى بيع الوفاء ثلاثة اقوال اما رهن كما ذهب اليه الاكثرون او بيع جائز كما اذا ذكر البيع من غير شرط على ما

في الخانية وغيرها او بيع فاسد قيل وعليه الفتوى وفي دعوى الخانية ان بيع الوفاء عند مشائخ سمرقند بمنزلة الرهن و عند مشائخنا بمنزلة البيع الفاسد وذكر في فتاوى مشائخ سمرقند ان بيع الوفاء فاسد وانه بيع بشرط *

“কটকবালা সম্বন্ধে তিনটি মত উৎকৃষ্ট, প্রথম এই যে, উহা বন্ধক, ইহা অধিকাংশের মত।

দ্বিতীয় উহা জায়েজ. যদি উহাতে ফেরত দিবার শর্ত না থাকে, যেরূপ কাজিখান ইত্যাদিতে আছে। তৃতীয় ফাছেদ কেনা বেচা, কতকসংখ্যক বিদ্বান্ বলিয়াছেন, এই মতের উপর ফৎওয়া হইয়াছে। কাজিখানের দাওয়ার دعوى অধ্যায়ে আছে, ছামারকান্দের প্রাচীন বিদ্বানগণের মতে কটকবালা বন্ধকের মধ্যে গণ্য, আর আমাদের প্রাচীন ফকিহগণের মতে উহা ফাছেদ কেনা বেচার তুল্য।

ফাতাওয়ায়-মাশায়েখে-ছামারকন্দে আছে যে, নিশ্চয় কট-কবালা ফাছেদ এবং উহা শর্ত সহ কেনা বেচা।

১৯। জামেওল-ফছুলাএন, ১।২৩৭ পৃষ্ঠা ;—

و الفتوى على ان بيع الوفاء فاسد و تفرع عليه احكام البيع فاسد - و زوائد المبيع وفاء كزوائد المبيع فاسدا *

কটকবালা ফাসেদ, ইহার উপর ফৎওয়া হইয়াছে, ইহার উপর ফাসেদ কেনা বেচার আহকাম জারি করা হইবে, কটকবালা সূত্রে বিক্রীত বস্তুর উপসত্ব ফাসেদ ভাবে বিক্রীত বস্তুর উপসত্বের তুল্য হইবে।

২০। তবইনোল-হাকায়েক, ৫।১৮৩ পৃষ্ঠা ;—

و من مشائخ بخارى من جعل بيع الوفا كبيع المكره منهم الامام ظهير الدين و الصدر الشهيد حسام الدين و الصدر السعيد تاج السلام نجعلوه فاسدا باعتبار شرط الفسخ عند الفساد عند القدرة علي القاء الدين ©

"বোখারার ফকিহগণ বয়োল-ওফাকে জবরদস্তি ভাবে বিক্রয় করার তুল্য করিয়াছেন, এমাম জহিরদ্দিন, ছদরোশ শহিদ হোসামোদ্দিন ও ছুদরোছ সইদ তাজোল ইস্লাম এই দল ভুক্ত। তাঁহারা উক্ত কটকবালাকে ফাসেদ স্থির করিয়াছেন, যেহেতু উহাতে এইরূপ শর্ত্ত আছে যে, দেনা পরিশোধ করার ক্ষমতা হইলে উক্ত কেনা বেচা ফসখ করা হইবে।

২১। বাহরোর রায়েক, ৬১৮ পৃষ্ঠা ;—

و القول السابع انه غير صحيح و اختاره صاحب الهداية و اولاده و مشائخ زماننا و عليه الفتوى ◎

"সপ্তম মত এই যে, কটকবলা সহিহ নহে, হেদায়া লেখক তাঁহার পুত্রগণ ও আমাদের জামানার ফকিহগণ এই মতটী মনোনীত করিয়াছেন। এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।

২২। আরও উক্ত পৃষ্ঠায় আছে ;—

الرابع ما قاله في العقدة و اختاره ظهير الدين انه بيع فاسد ◎

"চতুর্থ মত এই যে, উহা ফাসেদ কেনা বেচা, ওদ্‌দা প্রণেতার ইহাই মত এবং জহিরদ্দিন হেদায়া লেখক ইহা মনোনীত করিয়াছেন।

২৩। ফাতাওয়ায়-বাজ্জাজিয়া, ৪৪৬ পৃষ্ঠা ,—

و القول السابع اجاب علاء الدين بدر انه لا يصح و علي هذا اختار صاحب الهداية و اولاده و مشائخ زماننا و عليه الفتوى - قيل له فان اكل غلة الكرم و الارض و الدار قال حكمه حكم الزوائد في البيع الفاسد يعني انه لضمنه ان استهلك و لا يعزم ان هلك ◎

"সপ্তম এই যে, আলাউদ্দিন উত্তর দিয়াছেন যে, উহা সহিহ হইবে না, ইহাই হেদায়া লেখকের তাঁহার পুত্রগণের ও আমাদের জামানার ফকিহগণের মনোনীত মত। ইহার উপর ফৎওয়া হইয়াছে। কেহ হেদায়া লেখককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,

যদি খরিদ্দার খোর্ম্মা বৃক্ষ, জমি ও বাড়ীর উপসত্ব ভোগ করে, তবে কি হুকুম হইবে? তিনি বলিয়াছেন, ফাসেদ বিক্রয় সূত্রে যাহা বিক্রিত হয়, তাহার উপসত্বের তুল্য ইহার হুকুম হইবে, অর্থাৎ যদি খরিদ্দার উহা নষ্ট করিয়া থাকে, তবে ক্ষতি পূরণের দায়ি হইবেই, আর যদি উহার বিনা দোষ উহা নষ্ট হইয়া থাকে, তবে খেছারতের দায়ি হইবে না।

২৪। ফাতাওয়া আজিজি ২।২০ পৃষ্ঠা ;—

رظاهر است که این معنی یعنی تصنیع بیع وفا بصورته وحکمه مخالف اصول مقرره است ونیز اگر شرط زد بیع را اعتبار دهند بیع بشرط مذکور شده فاسد میگردد - فی الحال این را نه سندی قابل اعتماد ونه وجهی صحت یافته میشود *

"ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, কটকবালাকে সহিহ বলা নির্দ্ধারিত নিয়ম কানুনগুলির বিপরীত, আরও যদি কেনা বেচাতে বিক্রীত বস্তু ফেরত দেওয়ার শর্ত্তটি গ্রহণ করা হয়, তবে শর্ত্ত সহ কেনা বেচা ফাসেদ হইয়া যাইবে। বর্ত্তমানে ইহা সহিহ হওয়ার কোন বিশ্বাসযোগ্য দলীল নাই বা সহিহ হওয়ার কোন উপায় নাই।

২৫। মিস্রি ছাপা আলমগিরি, ৩।২৭১।২৭২ পৃষ্ঠা ;—

ان ذکرا شرط الفسخ فی البیع فسد البیع و ان لم یذکرا ذلك فی البیع فتلفظا بلفظ البیع بشرط الوفاء او تلفظ بالبیع الجائز وعند هما هذا البیع عبارة عن بیع غیر لازم فکذلك *

"যদি তাহারা উভয়ে কেনা বেচার মধ্যে ফছখ শর্ত্তটীর উল্লেখ করিয়া থাকে, তবে উক্ত কেনা বেচা ফাসেদ হইবে। আর যদি কেনা বেচার মধ্যে উক্ত শর্ত্ত উল্লেখ না করে, তৎপরে বয়বেল ওফা শব্দ উল্লেখ করে, কিম্বা জায়েজ কেনা বেচা শব্দ উল্লেখ এবং উভয়ের ধারণায় উক্ত কেনা বেচা গয়রলাযেমি হয়, তবে ঐরূপ কেনা বেচা ফাছেদ হইবে।

পাঠক, এক্ষণে আপনার উল্লিখিত দলীলগুলি দ্বারা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, যে কেনা বেচাতে খরিদদার বা বিক্রয়কারির কোন লাভজনক শর্ত্ত থাকে, উহা ফাছেদ হইবে, আর এইরূপ শর্ত্ত সহ কেনা বেচা স্পষ্ট হজরতের হাদিসে নিষেধ হইয়াছে। আর যদি উক্ত কেনা বেচাতে উল্লিখিত শর্ত্ত না থাকে কিন্তু খরিদদার ও বিক্রয়কারির ধারণায় উক্ত কেনা বেচাটী অস্থায়ি হয়, তবে উহা ফাছেদ হইবে।

আমাদের দেশে কটকবালাতে এইরূপ শর্ত্ত লেখা থাকে যে, যদি বিক্রয়কারি মুল্যের টাকা দিতে পারে, তবে জমি ইত্যাদি ফেরত পাইবে, এই শর্ত্তের জন্য উহা ফাছেদ হইয়া যাইবে। আর যদিও কোন কোন সূত্রে উহা লেখা না থাকে, কিন্তু তাহাদের উভয়ের ধারণা থাকে যে, মূল্যের টাকা ফেরত হইলে জমি ফেরত দেওয়া হইবে, কাজেই এজন্য উহা ফাছেদ হইয়া যাইবে।

দোরে'ল মোখতার, ৩।২৪ পৃষ্ঠা ;—

و البيوع الفاسدة فكلها من الربا *

"যে কেনা বেচাগুলি ফাছেদ হয়, তৎসম্বন্ধে সুদ বলিয়া গণ্য হইবে।"

দোর্‌রোল-হেকাম (পুরাতন ছাপা), ২।২১৩ পৃষ্ঠা ;—

فكان شرطا مستحقا بعقد معاوضة خالية عن العوض فيكون ربا و كل عقد بشرط الربا يكون فاسدا *

"কাজেই কেনা বেচাতে যে শর্ত্তটী করা হইয়াছে, এক্ষেত্রে উহা সুদ হইবে এবং সুদের শর্ত্তে যে আকৃদ করা হইয়াছে উহা ফাছেদ হইবে।"

শামি কেতাবে আছে ,—

نعم يظهر ذلك فى الفاسد بسبب شرط فيه نفع لا حد المتعاقدين

مما لا يقتضيه العقد و لا يلائمه و يؤيد ذلك ما فى الزيلعى حيث قال و الاصل فيه ان كل ما كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة لان الشروط الفاسدة من باب الربا *

"যে কেনা বেচাতে খরিদদার ও বিক্রয়কারি এতদুভয়ের মধ্যে কোন এক জনার লাভজনক শর্ত্ত থাকে যাহা উক্ত কেনা বেচার মোয়াফেক ও সমর্থক না হয়, এইরূপ ফাছেদ কেনা বেচা অবশ্য সুদের মধ্যে গণ্য, ইহা প্রকাশ্য কথা। জয়লায়িতে যে এবারত আছে তাহাও এই মতের সমর্থন করে, যথা তিনি বলিয়াছেন. মুল কানুন এই যে, যে কোন আক্‌দে এক বস্তুর বিনিময়ে অন্য বস্তু দেওয়া হয়, উহা ফাছেদ শর্ত্তগুলির কারণে বাতীল হইয়া যায়, কেননা ফাছেদ শর্ত্তগুলি সুদের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।"

আশবাহ অন্নাজায়েব, ২৯৪ পৃষ্ঠা ;—

المشترى اذا قبض المبيع فى الفاسد باذن بائعه ملكه و ثبت احكام الملك كلها الا فى مسائل لا يحل اكله و لا لبسه *

"খরিদদার যদি ফাছেদ সুত্রে বিক্রীত বস্তু উহার বিক্রয়কারির অনুমতিতে অধিকার (কবজ) করিয়া লয়, তবে উহার মালিক হইয়া যাইবে এবং মালিকত্বের সমস্ত আহকাম সাব্যস্ত হইবে, কিন্তু কয়েক ব্যবস্থায় মালিক হইবে না, উহা ভক্ষণ করা ও পরিধান করা হালাল হইবে না।"

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, আমাদের দেশের কট কাবালা সুদের মধ্যে গণ্য এবং উহার উপসত্ব ভোগ করা হালাল হইবে না."

প্রশ্ন।

যদি মূল্য ফেরত দিলে জমিটা ফেরত দেওয়ার শর্ত্তটি কেনা বেচার ইজাব ও কবুলের (স্বীকার ও উক্তির) অগ্রে করা হয়, তৎপরে কেনা বেচার ইজাব কবুল করা হয়, তবে কি হইবে ?

উত্তর।

দাররোল-মোখতার, ৩।৩৬ পৃষ্ঠা ;—

لو تواضعا فی الوفاء قبل العقد ثم عقدا خالیـا عن شرط الوفاء فالعقد جائز و لا عبرة للمواضعة *

যদি উভয়ে (খরিদার ও বিক্রয়কারী) কেনা বেচার ইজাব কবুল করার অগ্রে (মূল্য ফেরত দিলে) উক্ত বস্তু ফেরৎ দেওয়ার কথা চুক্তি করিয়া লয়, তৎপরে ফেরত দেওয়ার শর্ত্ত উল্লেখ না করিয়া কেনা বেচা করে, তবে উক্ত কেনা বেচাটী জায়েজ হইবে এবং পূর্ব্ব চুক্তি ধর্ত্তব্য হইবে না।"

এইরূপ জামেয়োল-ফছুলাএনের ১।২৩৪ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত মত লিখিত আছে।

শামি, ৪।৩৮১ পৃষ্ঠা ,—

و فی الخزازیة و ان شرطا الوفاء ثم عقدا مطلقا ان لم یقرأ بالبناء علی الاول فالعقد جائز و لا عبرة بالسابق *

"বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে, যদি উভয়ে (কেনা বেচার অগ্রে) উক্ত বস্তু ফেরত দেওয়ার শর্ত্ত করে, তৎপরে বিনা শর্ত্তে কেনা বেচার ইজাব ও কবুল করে, এক্ষেত্রে যদি তাহারা প্রথম চুক্তি অনুসারে উক্ত কেনা বেচা হইয়াছে বলিয়া স্বীকার না করে, তবে সেই কেনা বেচা জায়েজ হইবে এবং প্রথম চুক্তি অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে।"

আরও শামি, ৪।১৩৫ পৃষ্ঠা ;—

قلت و ينبغى الفاسد لو اتفقا على بناء العقد عليه (لى)
و قد سئل الخير الرملى عن رجلين تواضعا على بيع الوفاء قبل
عقده وعقد البيع خالياً عن الشرط فاجاب بانه صرح فى الخلاصة
و الفيض و التتار خانيه و غيرها بانه يكون ما تواضعا *

"শামি লেখক বলিয়াছেন, যদি তাহারা উভয়ে উক্ত কেনা বেচাটী প্রথম চুক্তি অনুসারে হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে, তবে উক্ত কেনা বেচাটি ফাসেদ হওয়া যুক্তি সঙ্গত। খয়রদ্দিন রামালি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, দুইটী লোক কেনা বেচার অগ্রে ফেরৎ দেওয়ার চুক্তির উপর রাজি হইয়া যায় এবং কেনা বেচার সময় উক্ত শর্ত্তের উল্লেখ না করে, (তবে কি হইবে ?) তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, খোলাছা, ফয়েজ, তাতারখানিয়া ইত্যাদি কেতাবে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাহারা উভয়ে যে শর্ত্তের চুক্তি করিয়াছে, উক্ত কেনা বেচাটী সেইরূপ হইবে অর্থাৎ প্রথম চুক্তি অনুসারে উক্ত কেনা বেচা ফাসেদ (নাজায়েজ) হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন—যদি কেনা বেচার পূর্ব্বে বা কেনা বেচার সময় এইরূপ শর্ত্তের উল্লেখ না করে কিন্তু খরিদদার কেনা বেচার পরে উক্ত বিক্রীত বিষয় ফেরত দেওয়ার ওয়াদা (অঙ্গীকার) করে, তবে এরূপ কেনা বেচা কিরূপ হইবে ?

উত্তর—কাজিখান, ২।১৩৪৮ পৃষ্ঠা ;—

و ان ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة
جاز البيع و يلزمه الوفاء بالوعد لان المواعيد قد تكون لازمة فتجعل
لازمة لحاجة الناس *

"যদি বিনা শর্ত্তে কেনা বেচার কথা উল্লেখ করে, তৎপরে (কেনা বেচা শেষ হইয়া গেলে) ওয়াদাভাবে শর্ত্তের উল্লেখ করে,

তবে কেনা বেচা জায়েজ হইবে এবং ওয়াদা পূর্ণ করা তাহার পক্ষে লাজেম হইবে, কেননা কখন কখন ওয়াদা লাজেম হইয়া থাকে, কাজেই লোকের আবশ্যক মতে উহা লাজেম স্থির করা হইবে।"

দোরারোল-হেকামের ২।২০৭ পৃষ্ঠায়, ওদ্দাতো-আরবাবে-ফাতাওয়ার ৩৫০ পৃষ্ঠায়, ফাতাওয়ায়-এনকারাবির ১।২৯৩ পৃষ্ঠায় ও জামেয়োল-ফছুলাএনের ১।২৩৪ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত প্রকার মত লিখিত আছে।

দোররল-মোখতার, ৩৩৬ পৃষ্ঠা ;—

وهو الصحيح كما في الكافي و الخانية و اقره خسرو و هنا و المصنف في باب الاكراه و ابن الملك في باب الاقالة ٭

"উপরোক্ত মতটী সহিহ, ইহা কাফি ও কাজিখানে আছে। খছরু এস্থলে এবং তনবিরোল আবছার লেখক 'একরাহ' অধ্যায়ে এবং এবনোল-মালেক 'কালাহ' অধ্যায়ে উক্ত মত সাব্যস্ত রাখিয়াছেন।

পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, যদি কেনা বেচার পূর্ব্বে উক্ত কোন শর্ত্ত না করা হয়, কেনা বেচার সময় উক্ত শর্ত্ত না করা হয় এবং তাহারা উভয়ে উক্ত কেনা বেচাটী স্থায়ি (কোয়োমি) ধারণা করিয়া থাকে, কিন্তু কেনা বেচার পরে খরিদ্দার ফেরত দেওয়ার ওয়াদা করিয়া থাকে, তবে উপরোক্ত মতানুযায়ী উক্ত কেনা বেচাটী জায়েজ হইবে এবং ফেরত দেওয়া ওয়াজেব হইবে। দোররোল মোখতার, কাজিখান ও কাফি কেতাবত্রয় হইতে এই মতের সহিহ হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে. কিন্তু এই মতটী এমাম আবু ইউছফ ও এমাম মোহম্মদ রহমতুল্লাহে আলায়হেমার মত। এমাম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহে আলায়হের) মতে এই কেনা বেচাও জায়েজ হইবে না।

দোররোলমোখতার, ৩৩৭ পৃষ্ঠা ;—

وفى الظهيرية لو ذكر الشرط بعد العقد يلتحق بالعقد و لم يذكر انه فى مجلس العقد او بعده *

"জহিরিয়া কেতাবে আছে, যদি তাহারা উভয়ে কেনা বেচার পরে শর্ত্তের উল্লেখ করে, তবে (এমাম আবু হানিফার মতে) উক্ত শর্ত্তটী কেনা বেচার মধ্যবর্ত্তী শর্ত্ত বলিয়া গণ্য হইবে। জহিরিয়া লেখক ইহা উল্লেখ করেন নাই যে, উক্ত শর্ত্তটী কেনা বেচার মজলিশে করিলে উক্ত হুকুম হইবে কিম্বা মজলিশের পরে করিলেও (উক্ত) হুকুম হইবে।

ফাতাওয়ায়-এনকারাবি, ১।২৯৪ পৃষ্ঠা ও জামেয়োল ফছুলাএন, ১।২৩৭ পৃষ্ঠা ,--

(فشين) تبايعا بلا ذكر شرط الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء اذا شرط اللاحق يلحق باصل العقد عند ابى حنيفة (معض) الشرط الفاسد اذ الحق بالعقد يلتحق عند ابى حنيفة لا عند هما (فقصط) و هل يشترط الالحاق فى مجلس العقد لصحة الالتحاق اختلف فيه المشائخ و الصحيح انه لا يشترط *

কাওয়াএদে-শায়খোল ইস্‌লাম বোরহানোদ্দিনে আছে, (যদি) উভয়ে ফেরত দেওয়ার শর্ত্ত উল্লেখ না করিয়া কেনা বেচা করে, পরে (কেনা বেচা অন্তে) উক্ত শর্ত্ত করে, তবে উহা কটকবলা হইয়া যাইবে, কেননা কেনা বেচার পরে যে শর্ত্ত করা হয়, তাহাও (এমাম) আবু হানিফার (রঃ) মতে কেনা বেচার মধ্যবর্ত্তী শর্ত্ত বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে।

মোখতাছারোল-জাচ্ছাছে আছে, কেনা বেচার পরে যে শর্ত্ত ফাছেদ উল্লেখ করা হয়, তাহাও (এমাম) আবুহানিফা রহমতুল্লাহের মতে কেনা বেচার মধ্যবর্ত্তী শর্ত্ত বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে, কিন্তু এমাম আবুইউছফ ও (এমাম) মহম্মদ রহমতুল্লাহে আলায়হেমার মতে উক্ত

শর্ত্তটী কেনা বেচার মধ্যবর্ত্তী শর্ত্ত বলিয়া গণ্য-হইবে না।

কাতাওয়ায়-হাকেবোল মুহিতে আছে, যে মজলিশে কেনা বেচার ইজাব ও কবুল করা হয়, (এমাম) আবুহানিফার মতানুযায়ী উক্ত কেনা বেচা ফাছেদ উল্লেখ করা জরুরি কি না, ইহাতে প্রাচীন ফকিহগণ মতভেদ করিয়াছেন। সহিহ মত এই যে, উক্ত মজলিশে উক্ত শর্ত্তটী উল্লেখ করা জরুরি নহে (বরং উক্ত মজলিশের পরে শর্ত্ত ফাছেদ উল্লেখ করিলে, উহা ফাছেদ কেনা বেচা বলিয়া গণ্য হইবে।"

শামি, ৪।৩১৫ পৃষ্ঠা ;—

تبايعا بلا ذكر شرط الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء اذا شرط اللاحق يلتحق عند ابى حنيفة ثم رمز انه يلتحق عنده لا عندهما و ان الصحيح انه لا يشترط لالتحاقه مجلس العقد وبه يفتى فى الخيرية *

"(যদি) তাহারা উভয়ে (কেনা বেচার সময়) ফেরত দেওয়ার শর্ত্ত উল্লেখ না করে, তৎপরে (কেনা বেচা শেষ হওয়ার পরে) উক্ত শর্ত্ত করে, তবে বয়লওফা (কট কবলা) হইয়া যাইবে, কেননা কেনা বেচার পরে যে শর্ত্ত ফাছেদ করা হয়, (এমাম) আবুহানিফা (রহমতুল্লাহে আলায়হের) মতে উক্ত শর্ত্ত বেচার মধ্যবর্ত্তী শর্ত্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তৎপরে জামেয়োল ফছুলাএন লেখক বলিয়াছেন যে, (এমাম) আবু হানিফার ইহাই মত, (এমাম) আবুইউছফ ও এমাম মোহাম্মদ (রহমতুল্লাহে আলায়হেমার মতে) উহা ফাছেদ হইবে না। আর সহিহ মত এই যে, কেনা বেচার মজলিশের পরেও শর্ত্ত ফাছেদ উল্লেখ করিলে, উক্ত কেনা বেচা ফাছেদ হইয়া যাইবে। ফাতাওয়ায়-খয়রিয়াতে এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, যেরূপ এমাম আবু ইউছফ ও এমাম মোহাম্মদ সাহেবদ্বয়ের মতকে কোন কোন কেতাবে

সহিহ বলা হইয়াছে, সেইরূপ এমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহে আলায়হের মতকে কতক কতক কেতাবে সহিহ বলা হইয়াছে — ফৎওয়া-খয়রিয়াতে ইহাকে ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে। নিম্নোক্ত দুইটী কারণে এমাম আবু হানিফার (রঃ) মতটী গ্রহণীয় হইবে ;—

(১) দোররোল-মোখতার, ১১৬ পৃষ্ঠা ;—

فی وقف البحر وغیرہ متی کان فی المسئلة قولان مصححان جاز القضاء و الافتاء باحدھما ھذا محمول علی ما اذا لم یکن لفظ لتصحیح فی احدھما آکد من الاخر کما افادہ ای فلا یخیر بل یتبع الاکد ٭

"বাহরোর রায়েকের 'অক্‌ফের অধ্যায়ে' এবং অন্যান্য স্থলে আছে, যদি একটী মসলায় দুইটী মত থাকে—যাহার প্রত্যেকটী (ফকিহগণ কর্ত্তৃক) সহিহ স্থির করা হইয়াছে, তবে উভয় মতের মধ্যে কোন একটী অনুযায়ী ব্যবস্থা ও ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ হইবে। যদি উভয় মতের সম্বন্ধে যে যেরূপ ফৎওয়াসূচক শব্দ কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন একটী সমধিক তাকিদসূচক শব্দ না হয়, তবে এইরূপ ব্যবস্থা লইবে। আর যদি একটিতে সমধিক তাকিদ সূচক শব্দ থাকে, তবে উভয় মত সমতুল্য হইবে না, বরং সমধিক তাকিদসূচক মতটির অনুসরণ করিতে হইবে।"

আরও দোররোল-মোখতার, ৫১৬ পৃষ্ঠা ;—

قال شیخنا الرملی فی فتاواہ و بعض الالفاظ اکد من بعض فلفظ الفتوی واکد من لفظ الصحیح و الاصح و الاشبہ و غیرہ ٭

"আমাদের শেখ রামালি নিজ ফাতাওয়ায় লিখিয়াছেন,— "কতক (ফৎওয়া সূচক) শব্দ অন্য কতক শব্দ অপেক্ষা সমধিক তাকিদ-সূচক হইয়া থাকে, 'ফৎওয়া' শব্দ 'সহিহ', 'আছাহ,

'আশবাহ' ইত্যাদি শব্দ অপেক্ষা সমধিক তাকিদ-সূচক।"

পাঠক, এমাম আবু ইউছফ ও এমাম মোহম্মদ (রহমতুল্লাহে আলায়হেমার) মত সম্বন্ধে 'সহিহ' শব্দ কথিত হইয়াছে, আর এমাম আবুহানিফা (রহমতুল্লাহে আলায়হের) মত সম্বন্ধে 'সহিহ' ও 'ফৎওয়া' শব্দ কথিত হইয়াছে, কাজেই এমাম আজম সাহেবের মতটী গ্রহণীয় হইবে।

(২) এমাম আজম সাহেবের মতানুযায়ী কেনা বেচার পরেও শর্ত্ত ফাছেদের জন্য উক্ত কেনা বেচা ফাছেদ (হারাম) হইয়া যায় আর তাঁহার দুই শিষ্যের মতে উহা জায়েজ (হালাল) হইয়া যায়।

আশ্‌বাহ্‌ অন্নাজায়ের, ১৩২ পৃষ্ঠা ;—

اذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام *

"যে সময় হালাল ও হারাম একত্রিত হয়, হারাম প্রবল হইবে।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

اذا تعارض دليلان احدهما يقتضى التحريم و الاخر الاباحة قدم التحريم *

"যদি দুইটি দলীল বিপরীত বিপরীত হয়, একটীতে হারাম সপ্রমাণ হয় এবং দ্বিতীয়টীতে হালাল সপ্রমাণ হয়, তবে হারাম হওয়ার দলীল অগ্রাহ্য হইবে।

উপরোক্ত রেওয়াএত অনুযায়ী এমাম আজমের মতটী প্রবল হইবে এবং উক্ত মস্‌লায় কট বন্ধকটী নাজায়েজ হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন—শামি কেতাবে নাকি কটকবালা সহিহ ও জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া হইয়াছে।

উত্তর।

আল্লামা এবনে আবেদিন, 'শামি' কেতাবের ৪।৩৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, জয়লয়ি ও এবনে নজিম মিস্রি কটকবালার সহিহ (জায়েজ) হওয়ার প্রতি ফৎওয়া দিয়াছেন এবং নহরোল ফায়েক প্রণেতা ইহার সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু শামি লেখক জয়লায়ি ও এবনে নজিমের মতের সমর্থন করেন নাই, বরং এই মতের গর সহিহ হওয়ার প্রতি ইশারা করিয়াছেন, কেননা তিনি উহাকে বন্ধক (রেহন) সাব্যস্ত করিয়াছেন, যথা তিনি লিখিয়াছেন ;—

قيل هو رهن قدمنا انفا عن جواهر الفتوى انه الصحيح قال في الخيريه و الذى عليه الاكثر انه رهن لا يفترق عن الرهن في حكم من الاحكام قال السيد الامام قلت الامام الحسن الماتريدى قد فشا هذا البيع بين الناس و فيه مفسدة عظيمة و فتواك انه رهن و انا ايضاً علي ذلك فالصواب ان نجمع الائمة و نتفق علي هذا نظهره بين الناس فقال المعتبر اليوم فتوانا (الى) قلت و به صدر في جامع الفصولين فقال رامز الفتوى النسفي البيع الذي تعارفه اهل زماننا احتيالا للربا و سموه بيع الوفاء رهن الحقيقة الخ *

"কেহ কেহ কটকবালাকে বন্ধক বলিয়াছেন, আমি ইতি পূর্ব্বে জওয়াহেরোল ফাতাওয়া হইতে উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহাই সহিহ মত। ফাতাওয়ায় খয়রিয়াতে আছে যে, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে উহা বন্ধক হইবে, কোন হুকুমে উহা বন্ধক হইতে পৃথক নহে। সৈয়দ এমাম বলিয়াছেন, আমি এমাম হাছান মাতু-রিদিকে বলিয়াছিলাম যে, লোকের মধ্যে এই কেনা বেচাটী

প্রকাশ হইয়াছে, ইহাতে মহা ফাছাদ আছে, আপনি যে উহা বন্ধক বলিয়া ফৎওয়া দিয়াছেন, আমিও উক্ত মতের পোষণ করি। এক্ষণে ন্যায্য কথা এই যে, আমরা এমামগণকে একত্রিত করিয়া এই মতের প্রতি এত্তেফাক (একতা স্থাপন) করিয়া উহা লোকের মধ্যে প্রকাশ করি। ইহাতে তিনি বলিলেন, বর্ত্তমানে আমার ফৎওয়াই গ্রহণ যোগ্য।"

শামি লেখক বলেন, জামেয়োল ফছুলাএনে এই মতটী প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি ফাতাওয়ায় নাছাফির হাওয়ালা দিয়া লিখিয়াছেন যে, আমাদের জামানায় লোকেরা প্রকারান্তে সুদ হালাল করিবার জন্য যে কেনা বেচাটী প্রচলন করিয়াছে এবং উহা বয়ওল ওফা (কটকবালা) নামে অভিহিত (নামজাদ) করিয়াছেন, উহা প্রকৃত পক্ষে বন্ধক।

আরও শামি লেখক 'তনকিহে-ফাতাওয়ায় হামিদিয়া কেতাবের ১।১৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و لا ريب في ان بيع الوفاء حكمه حكم الرهن في جميع الاحكام على ما عليه الاكثر كما في الخيرية و الحاوى للزاهدى و هوالصحيح كما في جواهر الفتاوى *

"ইহাতে সন্দেহ নাই যে, কটকবালা সমস্ত আহকামে বন্ধকের তুল্য, ইহাই অধিকাংশ বিদ্বানের মত, যেরূপ খয়রিয়া ও হাবিয়ে জাহেদিতে আছে, ইহাই সহিহ মত। যেরূপ জওয়াহেরোল-ফাতাওয়াতে আছে।

উপরোক্ত প্রমাণে বেশ বুঝা গেল যে, শামি প্রণেতার মতে কটকবলা বন্ধক এবং উহার উপসত্ব ভোগ করা সুদ এবং নাজায়েজ।

প্রশ্ন।

যখন জয়নলয়ি ও এবনে নজিম মিস্রি কটকবলার উপসত্ত্ব ভোগ করা হালাল হওয়ার প্রতি ফতওয়া দিয়াছেন, তখন এই ফতওয়ার প্রতি আমল করা কেন জায়েজ হইবে না ?

উত্তর।

নিম্নোক্ত কয়েকটী কারণে উক্ত ফাতাওয়াটি বাতীল, কাজেই উক্ত ফাতায়ার প্রতি আমল করা জায়েজ নহে।

১। হাদিস শরিফে হজরত নবি (সাঃ) শর্ত্ত সহ কেনা বেচা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ প্রথমে লিখিত হইয়াছে। আর ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, কটকবলাতে ফেরত দেওয়ার শর্ত্ত করা হইয়া থাকে, কাজেই হজরতের হাদিস অনুযায়ী যে কটকবলা নাজায়েজ সাব্যস্ত হইতেছে, উহা জয়লয়ি ও এবনে নজিম মিস্রির ফতওয়ার জন্য জায়েজ সাব্যস্ত হইতে পারে না।

এমাম আজম (রঃ) বলিয়াছেন।—

اتركوا قولي بخبر الرسول *

"রসুলের হাদিছ পাইলে, তোমরা আমার মত ত্যাগ করিও।

যখন আমাদের মাননীয় এমান আবু হানিফা (রহমতুল্লাহে আলায়হের) মতও হাদিসের বিরুদ্ধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তখন জয়লয়ি ও এবনে নজিমের মত হাদিছের বিরুদ্ধে কেন পরিত্যক্ত হইবে না ?

২। হেদায়া, দোররোল-মোখতার কেতাব হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, হানাফি মজহাবের (অর্থাৎ এমাম আবু হানিফা, এমাম আবু ইউছুফ ও এমাম মোহাম্মদের) মত এই যে, শর্ত্ত ফাছেদ কেনা বেচার মধ্যে উল্লেখ হইলে, উক্ত কেনা বেচা ফাছেদ, সুদ ও নাজায়েজ হইয়া যায়, ইহাতে উক্ত তিন এমামের কোন

মতভেদ নাই, আর আমাদের দেশের কটকবালার মধ্যে শর্ত ফাছেদ থাকে, কাজেই উক্ত তিন এমামের মতে কটকবালা নাজায়েজ ও সুদ হইবে। আমরা যে এমামগণের মজহাব অবলম্বন করিয়া থাকি, তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে জয়লয়ি ও এবনে নজিমের ফতওয়া কিরূপে গ্রাহ্য হইবে।

৩। ওদ্দাতো-আররবাবেল-ফাতাওয়া, ৩৫৪ পৃষ্ঠা ;—

فيه ثمانية اقوال منها انه صحيح و صححه بعض و منها انه لا يصح و عليه اختيار صاحب الهداية قال صاحب البزازية و عليه الفتوى *

"কটকবালা সম্বন্ধে আটটী মত আছে, তন্মধ্যে একমতে উহা সহিহ, কোন বিদ্বান উহা সহিহ বলিয়াছেন, আর অন্য মতে উহা সহিহ (জায়েজ) নহে, উহা হেদায়া লেখকের মনোনীত মত। বাজ্জাজিয়া প্রণেতা বলিয়াছেন, এই মতের উপর ফতওয়া হইবে।"

ফাতাওয়ায় এনকারাবি, ১।১৯৩ পৃষ্ঠা ;—

و الفتوى على ان بيع الوفاء فاسد *

"কটকবালা ফাছেদ (নাজায়েজ), ইহার উপর ফৎওয়া হইবে।"

উহার হাশিয়ায় আছে ;—

و عليه الفتوى *

"উহার ফাছেদ হওয়ার প্রতি ফৎওয়া হইবে।"

জামেয়োলফছুলাএন, ১।২৩৪ পৃষ্ঠা ;—

و الفتوى على ان بيع الوفاء فاسد *

"কট কবালার ফাছেদ হওয়ার প্রতি ফৎওয়া হইবে।"

মূল কথা, জামেয়াল-ফছুলাএন, ফাতাওয়ায়-এনকারাবি, ওদ্দাতো-আর-রাবেল-ফাতাওয়া, ফাতাওয়ায়া বাজ্জাজিয়া ইত্যাদি

কেতাবে কটকবালা নাজায়েজ হওয়ার প্রতি ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে। দোররোল-মোখতার, কাজিখান, দোরারোল-হেকাম, ফাতাওয়ায় আলমগিরী, ফাতাওয়ায় খয়রিয়া, ফাতাওয়ায় গেয়াছিয়া, বাহরোর রায়েক, তবইনোল-হাকায়েক, ফাতাওয়ায় আজিজি ইত্যাদি কেতাবে উহাকে সহিহ্ মতে ফাছেদ কেনা বেচা স্থির করা হইয়াছে।

আর কেবল জয়লয়ি ও এবনে-নজিম উহার জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন।

শামি, ৪ ৩৮৪ পৃষ্ঠা ;—

قال فى البزازية و لهذا لم يصح بيع الوفاء في المنقول و صح في العقار باستحسان بعض المتاخرين *

"বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে, এইজন্য অস্থাবর বস্তুতে কট-কাবালা সহিহ হয় নাই এবং স্থাবর সম্পত্তিতে শেষ জামানার কোন বিদ্বানের মনোনীত মতে কটকবালা সহিহ্ হইয়াছে।"

শামি, ১।৭৪ পৃষ্ঠা ;—

و كذا لو كان احد هما قول الاكثرين لما قدمنا عن الحاوى *

"কোন মস্লায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফৎওয়া হইলে, অধিকাংশ বিদ্বানের মতটী গ্রহনীয় হইবে। ইহা হাবি হইতে উল্লেখ করিয়াছি। উপরোক্ত দলীল অনুসারে অধিক সংখ্যক প্রাচীন ও পরবর্ত্তী জামানার ফকিহগণ ও বিদ্বানগণের মতে কটকবালা নাজায়েজ, কাজেই তাঁহাদের ফতওয়ার বিরুদ্ধে কেবল জয়লয়ি ও এবনে-নজিমের ফতওয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

৪। আশবাহ আন্নাজায়ের, ১৩২ পৃষ্ঠা :—

اذا اختلف الحلال و الحرام غلب الحرام *

"যদি হালাল ও হারামে মতভেদ হয়, তবে হারাম (হওয়ার মত) প্রবল হইবে।"

পাঠক, বহুসংখ্যক ফকিহ ও বিদ্বানের মতে কটকাবালা হারাম, আর দুই জন আলেমের মতে উহা হালাল, কাজেই উপরোক্ত অ শবাহ উল্লিখিত দলীল অনুসারে হারাম হওয়ার মত প্রবল এবং একমাত্র গ্রহনীয় হইবে।

৫। জয়লারি বলিয়াছেন, এই কেনা বেচা কতক আহকামে সহিহ এবং কতক আহকামে ফাছেদ। আর এবনে নজিম মিস্রির ফতওয়া অনুসারে এই কেনা বেচা কতক আহকামে সহিহ, কতক আহকামে ফাছেদ, আর কতক আহকামে বন্ধক। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, একই ইজাব কবুলে (স্বীকার উক্তিতে) দুই তিন প্রকার আক্দ (عقد) জায়েজ হওয়ার প্রমাণ কোথায় আছে ?

হেদায়ার ৩৬৩ পৃষ্ঠায় আছে ;—

وقد نهي النبى صلعم عن صفقتين في صفقة *

"নিশ্চয় (হজরত) নবি (সাঃ) একই ইজাব কবুলে দুই আক্দ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" উপরোক্ত দলীলে একই ইজাব কবুলে সহিহ কেনা বেচা, ফাছেদ কেনাবেচা, রেহন (বন্ধক) এই দুই বা তিন প্রকার আক্দ জায়েজ হইতে পারে না।

৬। জয়লয়ি ও এবনে-নজিম কোন্ দলীলে কটকবালা জায়েজ হওয়ার ফতওয়া দিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক। তাহারা বলিয়াছেন, কট্‌কবালা দেশ প্রথা হইয়া গিয়াছে, কাজেই উহা জায়েজ হইবে। নহরোল-ফায়েকে আছে যে, উহা তাহাদের দেশ প্রথা হইয়াছে।

পাঠক, তাঁহাদের এই কথা বুঝিতে নিম্নোক্ত এবারতগুলির মর্ম্ম বুঝুন।

দোররোল-মোখতার, ৩৩৭ পৃষ্ঠা ;—

فى الاشباه العادة محكمة عن المنية او دفع غزلا الى حائك لينسجه بالنصف الخ •

"আশ্বাহ কেতাবে আছে, দেশপ্রথাতে হুকুম সাব্যস্ত হইয়া থাকে। মুনইয়া হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যদি কেহ কোন বস্ত্রবয়ন কারির নিকট এই শর্ত্তে সুতা অর্পণ করে যে, উহার অর্দ্ধেক বেতনে বয়ন করিয়া দিবে, তবে বোখারার বিদ্বানগণ ওরফের (দেশপ্রথা) হওয়ার জন্য উহা জায়েজ স্থির করিয়াছেন।

তৎপরে তিনি বাজ্জাজিয়ার ইজারা অধ্যায় হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, বালাখওখারেজেমের বিদ্বানগণ এবং আবু আলি নাছাফি এই মতের উপর ফতওয়া দিয়াছেন।

তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, গম পেষণকারির মসলার কেতাবের ব্যবস্থার উপর ফৎওয়া হইবে ইহাই স্পষ্ট দলীলে (হাদিছ শরিফে) উল্লিখিত হইয়াছে, (এক্ষণে দেশ প্রথার হিসাবে হুকুম দিলে) হাদিছ শরিফের হুকুম বাতীল করা হয়।"

পুরাতন ছাপা, শামি, ৪।৩৮২ পৃষ্ঠা ;—

(قوله في الاشباه) المقصود من هذه العبارة بيان حكم العرف العام و الخاص و ان العام معتبر ما لم يخالف نصا •

"যে প্রথাটী সমস্ত মুসলমান দেশে আম খাস সকলের মধ্যে সাধারণ ভাবে প্রচলিত হইতেছে, উহাকে উরফে আম বলে। আর যে প্রথাটী খাস খাস স্থানে প্রচলিত আছে, কিন্তু সমস্ত মুসলমান দেশে সাধারণ ভাবে প্রচলিত নাই, ইহাকে ওরফে খাস বলে।

"উক্ত ওরফে আম এবং ওরফে খাসের ব্যবস্থা কি এবং ওরফে আম যদি কোরাণ ও হাদিছের বিপরীত না হয়, তবে গ্রহণীয় হইবে, ইহা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে আশবাহ কেতাবে উক্ত এবারত লেখা হইয়াছে।

মূল মতলব এই যে, যে প্রথা কোন কোন খাস স্থানে প্রচলিত থাকে, উহা গ্রহণীয় বা দলীল হইতে পারে না। আর যে প্রথা সমস্ত মুসলমান দেশে সাধারণ ভাবে প্রচলিত হয়, যদি উহা কোরান ও হাদিছের খেলাফ না হয়, তবে গ্রহণীয় বা দলীল হইবে না, আর যদি উহা উক্ত দলীলদ্বয়ের খেলাফ হয়, তবে গ্রহনীয় ও দলীল হইবে।

আরও ৪।৩৮৫ পৃষ্ঠা ;—

(قوله و الفتوى على جواب الكتاب) اى المبسوط للامام محمد و هو المسمى بالاصل *

"আশবাহ কেতাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কেতাবের ব্যবস্থার উপর ফৎওয়া হইবে, উক্ত কেতাবের অর্থ এমাম মোহাম্মদের মবছুত কেতাব, ইহাকে আছল নামে অভিহিত (নামজাদ) করা হয়।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

(قوله للطحان) اى لمسئلة قفيز الطحان وهى كما فى البزازية ان يستاجر رجلا ليحمل طعاما او يطحنه بقفيز منه فالا جارة فاسدة *

"গম পেষণকারীর মস্লা বাজ্জাজিয়া কেতাবে এই ভাবে লিখিত আছে যে, একজন লোক অন্য এক ব্যক্তিকে এই ভাবে চাকর স্থির করে যে, সে উক্ত ব্যক্তির গম বহন করিয়া লইয়া যায় বা পেষণ করিয়া দেয় এবং উহার বেতন স্বরূপ এক পালি গম পাইবে, এক্ষেত্রে উক্ত ইজারা ফাছেদ (নাজায়েজ) হইবে।

আরও ৪।৩৮৬ পৃষ্ঠা ;—

(قوله لانه منصوص) اى عدم الجواز منصوص عليه بالنهى عن قفيز الطحان الخ *

"গম পেষণকারি (বা বহনকারি)কে বেতন স্বরূপ উক্ত গমের এক পালি (বা খুচি) দেওয়া হজরতের হাদিছে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ বস্ত্রবয়নকারিকে কিছু সুতা বস্ত্র বয়নের বেতন স্বরূপ দেওয়া নিষিদ্ধ হইবে। (আল্লামা) বিরি বলিয়াছেন; মুল কথা এই যে, মনোনীত মত নির্ব্বাচনকারি ফকিহগণ উক্ত মসলায় ফৎওয়া দেওয়া সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন। এত্তাবিয়াতে আছে, (ফকিহ) আবুল্লাএছ বলিয়াছেন, আমাদের বিদ্বানগণের মতে (কাপড়ের এক তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ বেতন ধার্য্যে বস্ত্রবয়ন করিতে দেওয়া জায়েজ হইবে না। কিন্তু বলখের বিদ্বান্‌গণ লোকদের প্রথা করিয়া লওয়ার জন্য উক্ত কার্য্যটী মনোনীত ও জায়েজ স্থির করিয়াছেন, আমরা ইহাই গ্রহণ করি।

সৈয়দ এমাম শহিদ বলিয়াছেন, আমরা বলখের বিদ্বানগণের মনোনীত মতকে গ্রহণ করি না, আমরা আমাদের প্রাচীন হানাফি এমামগণের মত গ্রহণ করিয়া থাকি, কেননা এক সহরে কোন কার্য্যের প্রথা হইলে, উহা জায়েজ হওয়ার দলীল হইতে পারে না, অবশ্য যদি উক্ত প্রথা প্রথম জামানা (সাহাবাগণের জামানা) হইতে প্রচলিত থাকে, তবে (হজরত) নবি (ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম) তাঁহাদিগকে উক্ত অবস্থায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া উক্ত প্রথা দলীল এবং হজরতের শরিয়ত বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি এইরূপ অবস্থা না হয়, তবে এক শহরবাসিদের কার্য্য দলীল হইতে পারে না, কিন্তু যদি সমস্ত শহরের সমস্ত লোকে উক্ত কার্য্য প্রথা করিয়া লইয়া থাকে, তবে এজমা হইবে, আর এজমা দলীল হইবে। তুমি কি দেখনা যে, লোকে যদি গম বিক্রয় ও সুদের প্রথা করিয়া লয়, তবে (উক্ত প্রথা) জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যাইবে কি?

আরও ৪।২৮১ পৃষ্ঠা ;—

(لان النص اقوى من العرف) يعنى لايصح هذا البيع و ان تغير العرف الخ *

"হাদিসের প্রমাণ দেশ প্রথা অপেক্ষা প্রবল (অগ্রগণ্য), অর্থাৎ দেশের প্রথা পরিবর্ত্তন হইলেও এই কেনা বেচা (কটকবালা) সহিহ (জায়েজ) হইতে পারে না, ইহা প্রকৃত পক্ষে কোরাণ ও হাদিস প্রমাণিত হুকুমের পয়রবি করা ওয়াজেব হওয়ার কারণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। ফতহোল কদিরে আছে, দেশ প্রথা অপেক্ষা হাদিস অগ্রগণ্য (প্রবল), কেননা বাতীল বিষয়ের উপর দেশ প্রথা হইতে পারে, যেরূপ আমাদের জামানার লোকেরা ইদের রাত্রি সমূহে মোমবাতি ও চেরাগ সমূহ কবরস্থান সমূহে লইয়া যাওয়ার বাতীল প্রথা করিয়া লইয়াছে, আর হাদিছ গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হওয়ার পরে বাতীল হইতে পারে না।

দোর্‌রোল-মোখতার, ৩৩৭ পৃষ্ঠা ;—

و فيها من البيع الفاسد القول السادس فى بيع الوفاء الخ *

"বাজ্জাজিয়ার ফাছেদ কেনা বেচার অধ্যায়ে আছে যে, কট-কবালা সম্বন্ধে ষষ্ঠ মত এই যে, সুদ হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে লোকের জরুরতের জন্য উহা সহিহ হইবে, আর বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, লোকের উপর কোন কার্য্য সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িলে, হুকুম সহজ করিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে আশবাহ লেখক বলিয়াছেন, মূল কথা এই যে, অনেকে ওরফে খাসকে (কোন খাস শহরের প্রথাকে) গ্রহণযোগ্য বলিয়া ফতওয়া দিয়াছে, কিন্তু ওরফে খাসের অগ্রাহ্য হওয়াই মজহাবের গৃহীত মত।

শামি ৪।১৮৬ পৃষ্ঠা ,—

(قوله فرارا من الربا) لان صاحب المال لا يقرض الا بنفع الخ *

"সুদ হইতে রক্ষা পাওয়ার অর্থ এই যে, অর্থ শালী লোক লাভ ব্যতীত কর্জ্জ দিতে চাহে না, আর কর্জ্জ প্রার্থি ব্যক্তির কর্জ্জের নিতান্ত আবশ্যক, এই হেতু তাঁহারা ইহা জায়েজ স্থির করিয়াছেন, ইহাতে কর্জ্জদাতা ব্যক্তি বিক্রীত বস্তু দ্বারা লাভবান হইয়া থাকে এবং লোকে ইহার প্রথা করিয়া লইয়াছে, কিন্তু ইহা উক্ত হাদিসের খেলাফ যাহাতে শর্ত্ত সহ কেনা বেচা নিষিদ্ধ হইয়াছে, কাজেই বিদ্বানগণ এইরূপ কেনা বেচাকে বন্ধক হওয়া প্রবল স্থির করিয়াছেন।

পাঠক, উপরোক্ত প্রমাণে বেশ বুঝা গেল যে, কোন কোন শহরে কট কাবালার প্রথা হইয়াছে-বলিয়া জয়লয়ী ও বেনে নজিম উহা হালাল হওয়ার ফতওয়া দিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন শহরের প্রথা শরিয়তে জায়েজ হওয়ার দলীল হইতে পারে না, আর সমস্ত শহরের মুসলমানগণের প্রথা হইলেও স্পষ্ট হাদিসের বিরুদ্ধ হওয়ার জন্য উহা জায়েজ হইতে পারে না। কটকবালা হাদিছ ও ফেকহ অনুসারে সুদ সাব্যস্ত হইয়াছে, আর সমস্ত শহরে মদপান ও জেনার (ব্যভিচারের) প্রথা হইলে, উহা কি হালাল হইবে? সমস্ত সহরে শেরক ও কাফেরির প্রথা হইলে, উহা কি জায়েজ প্রথা হইবে?

ইহাতে জয়লয়ি ও এবনে নজিমের দাবি সমূলে বাতীল হইয়া গেল।

প্রশ্ন।

কেহ কোন জমি, বাগান বা পুষ্করিণী কাহারও নিকট রেহন (বন্ধক) রাখিলে, উক্ত জমি, বাগান বা পুষ্করিণীর উপ-সত্বের মালিক কোন্ ব্যক্তি হইবে?

উত্তর।

বন্ধকী বস্তুর উপসত্বের মালিক বন্ধকদাতা হইবে।

হেদায়া, ৪।২১৯।৫২২ পৃষ্ঠা ;—

وكذلك منافعه مملوكة له - ونماء الرهن للراهن وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف لانه متولد من ملكه ويكون رهنا مع الاصل لانه تبع له *

"এইরূপ বন্ধকি বস্তুর উপসত্বগুলির মালিক বন্ধকদাতা হইবে। সন্তান, ফল, দুগ্ধ ও পশমের ন্যায় বন্ধকি বস্তুর উপসত্বের মালিক বন্ধকদাতা হইবে, কেননা উহা তাহার সত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং উক্ত উপসত্ব মূল বস্তুর সহিত বন্ধক থাকিবে, ইহা উক্ত বস্তুর অধীন (তাবে')।

মাজমায়োল আনহোর, ২।৬১১ পৃষ্ঠা ;—

ونماء الرهن كولده ولبنه وصوفه وثمره للراهن الخ *

সন্তান, দুগ্ধ, পশম ও ফলের ন্যায় বন্ধকি বস্তুর উপসত্ব বন্ধকদাতা হইবে, কেননা উহা তাহার নিজের সত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং মূল বস্তুর সহিত বন্ধক থাকিবে, কেননা উক্ত উপসত্ব মূল বস্তুর অধীন, কিন্তু যদি বন্ধকী (গোলাম) কিছু উপার্জ্জন করে, দান বা ছদকা পায়, তবে উহা বন্ধকের মধ্যে দাখিল হইবে না, কেননা উহা মূল বস্তু হইতে উৎপন্ন হইতে হয় নাই, কাজেই বন্ধকদাতা উপস্থিত সময়ে উহা লইতে পারিবে।"

দোরেল-মোখতার ৪।৭৫ পৃষ্ঠা ;—

(ونماء الرهن) كالولد والثمر واللبن والصوف الخ *

"সন্তান, ফল, দুগ্ধ, পশম, অথমের বিনিময় ইত্যাদি বন্ধকি বস্তুর উপসত্ব বন্ধকদাতার হইবে, কেননা উহা তাহার নিজের সত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আর উক্ত উপসত্ব আসল বস্তুর সহিত

বন্ধক থাকিবে, কেননা উহা উক্ত বস্তুর অধীন। পক্ষান্তরে (বন্ধকি গোলাম) যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, বেতন পাইয়াছে, এইরূপ যাহা দান বা ছদ্‌কা পাইয়াছে, এইরূপ লাভাংশ বন্ধকের মধ্যে দাখিল হইবে না, উহা বন্ধকদাতার অধিকারভূক্ত হইবে। মূল নিয়ম এই যে, যাহা কিছু বন্ধকি বস্তুর জাত হইতে উৎপন্ন তাহা বন্ধকের হুকুমে দাখিল হইবে, আর যাহা এরূপ নহে, তাহা উহাতে দাখিল হইবে না, ইহা মাজমায়োল-ফাতাওয়াতে আছে।"

এইরূপ শামির ৫।৫১৬ পৃষ্ঠায়, কেফায়ার ৪।১১০ পৃষ্ঠায়, কাজিখানের ৪।৪৮৫ পৃষ্ঠায়, ও জামেয়োর-রমুজের ৪৭১ পৃষ্ঠায় আছে।

কাজিখান ৪।৪৮৫ পৃষ্ঠা ;—

وللمرتهن ان يبيع ما يخاف فساده باذن القاضي ويمسك ثمنه رهنا وان باع بغير امر القاضي كان ضامنا *

বন্ধকগৃহিতা উক্ত উপসত্বের মধ্যে যাহা কিছু নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহা কাজির হুকুমে বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য বন্ধক রাখিতে পারে। আর যদি কাজির বিনা হুকুমে উহা বিক্রয় করে, তবে উহার দণ্ড দিতে বাধ্য হইবে।

আলমগিরি, ৪।৪৯১ পৃষ্ঠা ;—

واذا اثمر النخل او الكرم وهو رهن وخاف المرتهن على الثمر الهلاك الخ *

যদি খোর্ম্মা বৃক্ষ ফলকর হয় ও উহা বন্ধক রাখা হয় এবং বন্ধক গৃহিতা উহার ফল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করে, তৎপরে কাজির হুকুম না লইয়া উহা বিক্রয় করে, তবে উহা জায়েজ হইবে না এবং বন্ধকগৃহিতা উহার দণ্ড দিতে বাধ্য হইবে, কিন্তু অস্পষ্ট রেওয়াত অনুযায়ী যদি কাজির বিনা অনুমতি উক্ত ফল পাড়িয়া বা কাটিয়া লয়, তবে দণ্ড দিতে বাধ্য হইবে না, কেননা ইহাতে (উহার)

রক্ষণাবেক্ষণ (হেফাজত) করা হইল, আর বন্ধকি বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করা বন্ধকগৃহিতার কর্ত্তব্য, ইহা মুহিত কেতাবে আছে, মূল কথা (বন্ধকি বস্তু) বিক্রয় করা ও ইজারা দেওয়া, এইরূপ যে কার্য্য বন্ধকদাতার স্বত্ব নষ্ট করে, উহা বন্ধকগৃহিতার অধিকার নহে; আর যদি এইরূপ করে, যদিও উহা নষ্ট হওয়া হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে হয়, তবু উহার দণ্ড দিতে বাধ্য হইবে, কিন্তু যদি কাজির হুকুমে এইরূপ করিয়া থাকে, তবে এক্ষেত্রে দণ্ড দিতে বাধ্য হইবে না।

প্রশ্ন ;—যদি বন্ধকদাতা বন্ধকগৃহিতাকে বন্ধকি বস্তুর উপসত্ব ভোগ করিতে অনুমতি দেয়, তবে শেষোক্ত ব্যক্তির পক্ষে উক্ত উপসত্ব ভোগ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর।

যদি বন্ধক দেওয়ার সময় উপসত্ব ভোগ করার শর্ত্ত করা হয় কিম্বা যেস্থানে স্পষ্ট শর্ত্ত না করিলেও বন্ধকি বস্তুর উপসত্ব ভোগ করা তথাকার দেশ প্রচলিত নিয়ম হয়, তবে উপরোক্ত দুইক্ষেত্রে উক্ত উপসত্ব ভোগ করা মকরুহ তহরিমি হইবে।

দোর্‌রোল-মোখতার, ৪ ৬৮ পৃষ্ঠা ;—

وفى الاشباه والجواهر اباح الراهن للمرتهن اكل الثمار او سكنى الدار او لبن الشاة المرهونة فاكلها لم يضمن وله منعه ثم افاد فى الاشباه انه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك وسيجيء آخر الرهن *

আশবাহ ও জাওয়াহের কেতাবে আছে, বন্ধকদাতা বন্ধকগৃহিতাকে ফল খাওয়া, ঘরে বাস করা ও বন্ধকি বকরির দুগ্ধ মোবাহ করিয়া দিল, তৎপরে সে উক্ত উপসত্ব ভোগ করিল, ইহাতে এই উপসত্ব ভোগের জন্য) দণ্ড দিতে বাধ্য হইবে না, আর বন্ধকদাতার পক্ষে (মোবাহ করিয়া দেওয়ার পরে) উহা নিষেধ করা জায়েজ হইবে। তৎপরে আশবাহ কেতাবে লিখিত আছে যে,

বন্ধক গৃহিতার পক্ষে উক্ত বন্ধকি বস্তুর উপসত্ব ভোগ করা মকরুহ হইবে। রেহনের অধ্যায়ের শেষাংশে ইহার বর্ণনা আসিতেছে।

আরও দোরেরোল-মোখতার, ৪।৭৫।৭৬ পৃষ্ঠা ;—

وفی المضمرات و لو رهن شاة فقال له الراهن کل ولدها و اشرب لبنها فلا ضمان علیه وکذا لو اذن له فی ثمرة البستان فصار اکله کاکل الراهن ثم نقل عن التهذیب انه یکره للمرتهن ان ینتفع بالرهن و ان اذن له الراهن قال المصنف وعلیه یحمل ما عن محمد بن اسلم من انه لا یحل للمرتهن ذالك و لو بالاذن، لانه ربا قلت و تعلیله یفید انه تحریمیة فتامله *

"মোজমারাত কেতাবে আছে, যদি কেহ একটী বকরি বন্ধক রাখে এবং উক্ত বন্ধকদাতা বন্ধকগৃহিতাকে বলে যে, তুমি উহার শাবক ভক্ষণ কর এবং উহার দুগ্ধ পান কর, তবে সে ব্যক্তি উহার দণ্ড দিবে না। এইরূপ যদি বন্ধকদাতা বন্ধক গৃহিতাকে বাগানের ফল খাইতে অনুমতি দেয়, তবে উহা বন্ধকদাতার খাওয়ার তুল্য হইবে। তৎপরে তহজিব কেতাব হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদিও বন্ধকদাতা বন্ধক-গৃহিতাকে বন্ধকি বস্তুর উপসত্ব ভোগ করিতে অনুমতি দেয়, তবু তাহার পক্ষে উহা ভোগ করা মকরুহ হইবে। তনবিরোল আবছার লেখক বলিয়াছেন, (এমাম) মোহম্মদ বেনে আছলাম হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বন্ধক গৃহিতার পক্ষে (বন্ধক দাতার অনুমতি লইয়াও উক্ত উপসত্ব ভোগ করা হালাল হইবে না, কেননা ইহা সুদ। এই এমামের কথা এবং উপরোক্ত তহজিবের কথার মর্ম্ম একই হইবে অর্থাৎ উপসত্ব ভোগ মকরুহ হইবে। দোরেরোল মোখতার লেখক বলেন, (এমাম) মোহম্মদ বেনে আছলম উপসত্ব ভোগ নিষিদ্ধ (মকরুহ) হওয়ার কারণ (সুদ হওয়া) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, উক্ত উপসত্ব ভোগ করা মকরুহ তহরিমি।"

তাহতাবি, ৪।২৩৬ পৃষ্ঠা ,—

في القنية عن ابي يوسف المرتهن سكن الدار المرهونة باذن الراهن يكره الخ *

'কিনইয়া কেতাবে আছে, (এমাম) আবু ইউছফ (রঃ) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, (যদি) বন্ধকগৃহিতা বন্ধকদাতার অনুমতিতে বন্ধকি ঘরে বাস করে, তবে মকরূহ হইবে। আরও ছরফের অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, উহা মকরূহ হইবে না, কিন্তু উহা হইতে বিরত থাকা (পরহেজ করা) এহতিয়াত, কেননা উহাতে সুদের সন্দেহ আছে ইহা হামাবি বলিয়াছেন।

মোলতাকার টীকায় আছে, (বন্ধকদাতার) অনুমতি ব্যতীত (উহার) উপসত্ব ভোগ করা হারাম, আর তাহার অনুমতিতে উহা মকরূহ হইবে. ইহা মোজমারাত ও অন্যান্য কেতাবে আছে আর মোনইয়া কেতাবে আছে যে মকরূহ হইবে না। আল্লামা তাহতাবি বলেন, ইহার অবশিষ্ট কথার বর্ণনা আসিতেছে, উহা এই যে, যদি বন্ধকগৃহিতা উপসত্ব ভোগের শর্ত্ত করিয়া থাকে, তবে সুদ হইবে, আর যদি এইরূপ শর্ত্ত না করিয়া থাকে, তবে সুদ হইবে না। ইহাতে উপরোক্ত ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে সমতা স্থাপিত হইল, অর্থাৎ যদি উপসত্ব ভোগ করার শর্ত্ত করা হইয়া থাকে, তবে বন্ধকদাতার অনুমতি থাকিলেও উহা মকরূহ হইবে, আর যদি উপরোক্ত শর্ত্ত না করা হইয়া থাকে, তবে তাহার অনুমতি হইলে, মকরূহ হইবে না। তৎপরে দোর্রোল মোখতার প্রণেতার রেহনের অধ্যায়ের শেষ ভাগে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মকরূহ হওয়ার যে কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাতে সপ্রমাণ হয় যে, উহা মকরূহ তহরিমি। আল্লামা তাহতাবি বলেন, সাধারণতঃ লোকের অবস্থা এইরূপ হইয়াছে যে, তাহারা (টাকা কর্জ্জ) দেওয়ার সময় (বন্ধকিবস্তুর)

উপসত্ব ভোগের ধারণা করিয়া থাকে, আর যদি উপসত্ব ভোগ না হয়, তবে তাহারা টাকা (কর্জ্জ) দিতে চাহেনা, ইহাও শর্ত্তের তুল্য হইবে, কেননা প্রসিদ্ধ প্রথা শর্ত্তের তুল্য, ইহা উপসত্ব ভোগ নিষিদ্ধ হওয়া স্থির করিয়া দেয়।"

পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, বন্ধকদাতার বিনা অনুমতি উহার উপসত্ব ভোগ করা হারাম, আর যদি বন্ধকদাতার অনুমতি থাকে, তবে এক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, বন্ধকগৃহিতা উপসত্ব ভোগের শর্ত্ত স্পষ্টভাবে দলীলে লিখাইয়া লইয়া থাকে বা মৌখিক উল্লেখ করিয়া থাকে, তবে এক্ষেত্রে উহার উপসত্ব ভোগ মকরুহ তহরিমি হইবে, এইরূপ যদি বন্ধকি বস্তুর উপসত্ব ভোগ দেশ প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে, স্পষ্টভাবে উক্ত শর্ত্ত উল্লেখ না করিলেও উক্ত উদ্দেশ্যে বন্ধক রাখা হয়, তবে এরূপক্ষেত্রে উপসত্ব ভোগ মকরুহ তহরিমি হইবে।

শামি, ৫।৪৭৮ পৃষ্ঠা ;—

قال فى المنح و عن عبد الله محمد بن اسلم السمر قندى الخ •

"মানহ কেতাবে আছে, আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বেনে আছলাম ছামারকান্দি একজন ছামারকান্দের প্রধান আলেম ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, বন্ধক গৃহিতার পক্ষে যদিও বন্ধকদাতা তাহাকে অনুমতি দিয়া থাকে, তবু কোন প্রকারে উহার কোন উপসত্বভোগ করা হালাল হইবে না, উহাতে সুদের অনুমতি দেওয়া হয়। কেননা সেই বন্ধকগৃহিতা নিজের কর্জ্জ দেওয়া টাকা সম্পূর্ণ আদায় করিয়া লইবে এবং উহার উপসত্বটী তাহার পক্ষে অতিরিক্ত বিষয় হইবে, কাজেই উহা সুদ হইবে, ইহা বড় কঠিন বিষয়। মানাহ লেখক বলেন, অধিকাংশ বিশ্বাসযোগ্য কেতাবে আছে যে (বন্ধকদাতার) অনুমতি হইলে, উপসত্বভোগ করা হালাল

হইবে, আর উক্ত ছামারকান্দের এমামের মত এই মতের বিপরীত হইতেছে, কাজেই উক্ত এমামের মতে পরহেজগারি হইবে এবং অধিকাংশ বিশ্বাস যোগ্য কেতাবের মত ফৎওয়া হইবে, তৎপরে আমি জওয়াহেরোল ফাতাওয়াতে দেখিয়াছি যে, যদি উপসত্ব ভোগ শর্ত্ত করা হয়, তবে উহা এরূপ কর্জ্জ হইবে যাহাতে কোন প্রকার লাভ হয়, ইহা সুদ হইবে, আর যদি উপসত্ব ভোগ শর্ত্ত করা না হয়, তবে উহাতে কোন দোষ হইবে না। ইহা মানাহ কেতাবের সংক্ষিপ্ত সার। তাঁহার পুত্র শেখ ছালেহ উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। হামাবি, মানাহ প্রণেতার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহা সুদ হয়, পরহেজগারি ও ফৎওয়াতে উক্ত বিষয়ে কোন প্রকার প্রভেদ হইতে পারে না, আরও যখন পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে যে, (অনুমতি হইলে) উপসত্ব ভোগ হালাল হওয়ার প্রতি ফৎওয়া হইয়াছে, তখন আর উভয় মতের মধ্যে সমতা স্থাপন করার আবশ্যক নাই।

শামি প্রণেতা মনাহ প্রণেতা ও হামাবি এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, জওয়াহের কেতাবে যে মতটী আছে, তাহাই উপরোক্ত ভিন্ন ভিন্ন মতের বিরোধ ভঞ্জন করিতে পারে, ইহাই যুক্তিযুক্ত মত। ফকিহগণ উহার দৃষ্টান্তে বলিয়াছেন, যদি ঋণগৃহিতা ঋণদাতাকে কোন বস্তু তোহফা উপঢৌকন দেয়, ইহা যদি শর্ত্তের জন্য করে, তবে মকরুহ হইবে, নচেৎ মকরুহ হইবে না। দোরেরোল মোখতার প্রণেতা জওয়াহের কেতাব হইতে যে উল্লেখ করিয়াছেন যে, (অনুমতি) লইয়া উপসত্ব ভোগ করিলে,) উহার খেছারতের দায়ি হইবে না, ইহাতে বুঝা যায় যে, উহা সুদ হইবে না, যদি সুদ হইত তবে খেছারতের দায়ি হইত। ইহা উক্ত স্থলের ব্যবস্থা—যেস্থলে উপসত্ব ভোগ শর্ত্ত না করা হইয়া থাকে। আর আশবাহ কেতাবে যে উপসত্ব

ভোগ মকরুহ হওয়ার কথা আছে, উহা উক্ত স্থলের ব্যবস্থা যেস্থলে উপসত্ব ভোগ শর্ত্ত করা হইয়াছে। দোরের্‌োল মোস্তার প্রণেতা রেহনের অধ্যায়ের শেষ ভাগে লিখিয়াছেন যে, উপসত্ব ভোগ মকরুহ হওয়ার কারণে বলা হইয়াছে যে, উহা সুদ, ইহাতে বুঝা যায় যে, উহা মকরুহ তহরিমি, তাঁহার এই কথা উল্লিখিত মতের সমর্থন করে। আর যদি উপসত্ব ভোগ শর্ত্ত করা হয়, তবে বন্ধকগৃহিতা উহার খেছারতের দায়ি হইবে, যেরূপ ফাতাওয়ায় খয়রিয়া'তে যে ব্যক্তি জয়তুন বৃক্ষ এই শর্ত্তে বন্ধক রাখে যে, বন্ধকগৃহিতা উহার ফল ভক্ষণ করিবে, এই ব্যক্তির সম্বন্ধে (খেছারতের দায়ি হওয়ার) ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাহতাবি বলিয়াছেন, সাধারণতঃ লোকের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, তাহারা (টাকা কর্জ্জ) দেওয়ার সময় (বন্ধকি বস্তুর) উপসত্ব ভোগ করার ধারণা করিয়া থাকে, আর যদি উপসত্ব সম্ভব না হয়, তবে সে ব্যক্তি তাহাকে টাকা কড়ি কর্জ্জ দিতে চাহিবে না। ইহা শর্ত্তের তুল্য হইবে, কেননা দেশ প্রসিদ্ধ প্রথাটী শর্ত্তকৃত বিষয়ের তুল্য, ইহা উপসত্ব ভোগ নিষিদ্ধ হওয়ার স্থির সিদ্ধ করিয়া দেয়।"

দোরের্‌োল মোস্তাকা, ২।৫৮৭ পৃষ্ঠা ;—

(و ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن و لا بجارته و لا اعارته) اى الانتفاع بلا اذن و به يكره كما فى الضمرات و لا يكره كما فى المنية (قلت) و باقي لمامه و اله ان شرطه كان ربا والا لا فليكن التوفيق *

"বন্ধক গৃহিতার পক্ষে বন্দকি বস্তুর উপসত্ব ভোগ করা, উহা ইজারা দেওয়া এবং আরিয়ত (হাওলাত) দেওয়া জায়েজ নহে, অর্থাৎ বন্ধকগৃহীতার বিনা অনুমতি উপসত্ব ভোগ করা হারাম হইবে এবং তাহার অনুমতিতে উহা মকরুহ হইবে, ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে, আর মনইয়া কেতাবে আছে যে,

(অনুমতি হইলে) উহা মকরুহ হইবে না, গ্রন্থকার বলেন, যদি বন্দকগৃহিতা উপসত্ব ভোগ শর্ত্ত করিয়া লইয়া থাকে, তবে সুদ হইবে, নচেৎ সুদ হইবে না, ইহাতেই উপরোক্ত ভিন্ন ভিন্ন মতের বিরোধ ভঞ্জন হইয়া যাইবে।"

জামেয়োর-রমুজ, ৪০১ পৃষ্ঠা ;—

و يدخل فيه ما اذا شرط فيه من الانتفاع بالرهن كالاستخدام و الركوب و الزراعة و اللباس و شرب اللبن و اكل الثمر فان الكل حرام كما في الجواهر و النتف *

"যদি বন্দাকে উপসত্ব ভোগ করার শর্ত্ত করা হয়, তবে উহা সুদের মধ্যে গণ্য হইবে ; যথা—(বন্দকি গোলামের) খেদমত লওয়ার (শর্ত্ত). (বন্দকি ঘোড়ায় উপর) আরোহণ করায় (শর্ত্ত), বন্ধকি (জামিতে) চাষ করার শর্ত্ত, (বন্ধকি কাপড়) পরিধান করার শর্ত্ত. (বন্ধকি গাভির দুগ্ধ পান করার শর্ত্ত এবং) বন্ধক (বৃক্ষের) ফল ভক্ষণ করার শর্ত্ত এই সমস্ত প্রকার উপসত্ব ভোগ হারাম. ইহা জওয়াহের ও নৎফ কেতাবে আছে।"

ফাতাওয়ায়-গাজিজিয়া, ২।২১।২২ পৃষ্ঠা ;—

سوال چه مي فرمايند علماى دين و مفتيان شرع متين اندرين باب كه زيد باغ خود را نزد بكر رهن داشت الخ *

প্রশ্ন :--কি বলেন দীনের আলেমগণ ও দৃঢ় শরিয়তের মুফতিগণ এসম্বন্ধে যে, জায়েদ নিজের বাগানটী বাকারের নিকট বন্ধক রাখিল এবং উক্ত বাগানের ফল প্রত্যেক বৎসরে কুড়ি টাকা কিম্বা ১৫ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। উক্ত বাকার উল্লিখিত জয়েদকে বলিল যে, বৃক্ষগুলির ফল সকল আমাকে দান কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে টাকা দিব। যে সময় তুমি আমার টাকা পরিশোধ করিবে সেই সময় বাগানটী ছাড়িয়া

দিব। জয়েদ অগত্যা গরজের জন্য বলিল যে, আমি দাবি ছাড়িয়া দিলাম, এইরূপ দান করা জায়েজ কি না?

কিম্বা বাকার বলিল যে, বন্ধকের নির্দ্দিষ্ট টাকা ব্যতীত একটী টাকা বেশী আমার নিকট হইতে লইয়া বাগানের ফলগুলি আমার নিকট বিক্রয় কর। যত বৎসর পরে হউক না কেন যখন তুমি আমার আসল টাকা পরিশোধ করিবে সেই সময় তোমার বাগান ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এইরূপ ফল বিক্রয় জায়েজ হইবে কিনা? আপনারা ইহার জওয়াব উল্লেখ করিয়া ছওয়াব লাভ করুন।

الجواب

درصورتیکه راهن اجازت دهد مرتهن را بخوردن اثمار از ضمان برأة حاصل میشود الخ *

উত্তর।

যদি বন্ধকদাতা বন্ধক গৃহিতাকে ফল খাইতে অনুমতি দেয় তবে সে উক্ত ফল খাওয়ার ক্ষতিপূরণ হইতে মুক্তি লাভ করিবে কিন্তু বন্ধক গৃহিতার পক্ষে উক্ত ফলগুলি খাওয়া ফৎওয়া গ্রাহ্য রেওয়াএত অনুসারে মকরুহ হইবে। আশবাহ আন্নাজায়ের কেতাবে আছে, বন্ধকদাতা বন্ধকগৃহিতাকে ফলগুলি কিম্বা গৃহে বাস কিম্বা বন্দকি বকরির দুগ্ধ মোবাহ করিয়া দিল, এজন্য সে উক্ত উপসত্ব ভোগ করিল, এক্ষেত্রে বন্ধক গৃহিতা খেছারতের দায়ি হইবে না। তৎপরে আশবাহ কেতাবে লিখিত আছে, বন্দকগৃহিতার পক্ষে উহার উপসত্ব ভোগ করা মকরূহ হইবে।

মোজমারাত কেতাবে আছে, যদি বন্ধকদাতা (তাহাকে) বাগানের ফল খাইতে অনুমতি দেয়, তবে উহা খাওয়া বন্দকদাতার খাওয়ার তুল্য হইবে। তৎপরে তহজিব কেতাব হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বন্ধকগৃহিতার পক্ষে বন্দকি বস্তুর উপসত্ব ভোগ করা

যদিও বন্দকদাতা উহার অনুমতি দেয়, তবু মকরূহ হইবে, ইহা দোরের্োল মোখতারে আছে।

যখন উপসত্ব ভোগ করা মকরূহ, তখন বন্দকগৃহিতার পক্ষে অনুমতি সত্বেও (ফল) বিক্রয় করা মকরূহ হইবে, আর বিনা অনুমতি হারাম হইবে। দোরের্োল মোখতারে আছে (বন্ধকি গোলামের) খেদমত লওয়া, (বন্ধকি ঘরে) বাস করা, (বন্ধকি) কাপড় পরা ও (বন্দকি) জমি ইজারা দেওয়া এইরূপ কোন প্রকার উপসত্ব ভোগ করা বন্দকদাতার কিম্বা বন্ধকগৃহিতার পক্ষে একে অন্যকে অনুমতি দেওয়া ব্যতীত জায়েজ নহে।

আরও ফাতাওয়ায় আজিজিয়া, ১২।২ পৃষ্ঠা,—

سوال چه مي فرمايند علماى دين و مفتيان شرع متين درين صورت كه عمرو زمينداری خود را نزد زيد رهن كرد *

প্রশ্ন।

কি বলেন দীনের আলেমগণ ও দৃঢ় শরিয়তের মুফতিগণ এই মস্‌লা সম্বন্ধে যে, আমর নিজের জমিদারি সত্বের গ্রামকে জয়েদের নিকট বন্দক রাখিল। উল্লিখিত জয়েদ উক্ত গ্রামটী দখল করিয়া যাতায়াত, জমি কর্ষণ ও কর্ষণের টাকা আদায় করিয়া থাকে এবং উক্ত স্থানের উপস্বত্ব ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু উক্ত উপস্বত্ব বন্ধকের আসল টাকায় ওসুল দিয়া থাকে না এবং বলে যে, তহসিলদারির বেতনের পরিবর্ত্তে উপসত্ব ভোগ ও পারিশ্রমিক টাকা গ্রহণ করিয়া থাকি। যখন বন্দকদাতা নিজ হইতে আমার আসল টাকা পরিশোধ করিয়া দিবে, উল্লিখিত গ্রামটী ফেরত দেওয়া হইবে। যখন তাহাকে বলা হয় যে, তুমি যে লাভের টাকা লইতেছ, উহা সুদ হইতেছে, মুছলমানদিগকে এইরূপ করা অনুচিত, তখন উক্ত জয়েদ বলিয়া থাকে যে, ইহা সুদের মধ্যে গণ্য নহে, আমি আমার পারিশ্রমিক লইয়া থাকি।

এক্ষণে এই উপসত্ব ভোগ সুদের মধ্যে গণ্যহইবে কিনা? যদি সুদের মধ্যে গণ্য হয়, তবে জয়েদ গোনাহগার হইবে কি না? ইহার উত্তর প্রকাশ করিয়া ছওয়াব লাভ করুন।

উত্তর।

বন্ধকগৃহিতার পক্ষে বন্দকি বস্তুর উপসত্ব ভোগ করা মকরূহ তহরিমি। দোরে'ল মোখতারে আছে, বন্দকগৃহিতার পক্ষে বন্দকি বস্তুর উপসত্ব ভোগ করা যদিও বন্দকদাতা তাহাকে অনুমতি দেয়, তবুও মকরূহ হইবে। তনবিরোল আবছার লেখক বলিয়াছেন, (এমাম) মোহাম্মদ বেনে আছলম বলিয়াছেন যে, বন্দকগৃহিতার পক্ষে অনুমতি সত্বেও বন্দকি বস্তুর উপসত্ব ভোগ করা হালাল নহে, যেহেতু উহা সুদ। এই হালাল না হওয়ার মর্ম্ম মকরূহ হইবে। দোরে'ল মোখতার প্রণেতা বলেন, তিনি মকরূহ হওয়ার যে কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে, উহা মকরূহ তহরিমি হইবে। আর যে ব্যক্তি মকরূহ তহরিমি কোন কার্য্য করে সে ব্যক্তি গোনাহগার হইবে। উক্ত দোরে'ল মোখতারে আছে, ওয়াজেব ত্যাগ করিলে যেরূপ গোনাহগার হইতে হয়, সেইরূপ মকরূহ তহরিমি করিলে গোনাহগার হইতে হয়।"

আরও ফাতাওয়ায় আ'জিজি, ১৯৩ পৃষ্ঠা ;—

(سوال) رهن داشتن اراضي و از محصولش منتفع شدن درست است يا ربی و اگر راهن محصول اراضي را بمرتهن هبه سازد جائز است يا نه الخ *

অনুবাদ, প্রশ্ন ;—জমি বন্ধক রাখা এবং উহার কর দ্বারা লাভবান হওয়া জায়েজ কিম্বা সুদ? যদি বন্ধকদাতা বন্ধকির কর বন্ধকগৃহিতাকে দান করে তবে উহা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর

"মালিকি সত্বের জমি বন্ধক রাখা জায়েজ, উহা নিজ দখলে রাখা জরুরি, কর আদায় করিয়া লওয়া দখলকরার মধ্যে গণ্য, কিন্তু উক্ত কর গচ্ছিত রাখিবে এবং আসল টাকার মধ্যে ওসুল করিয়া লইবে, যখন আসল টাকা আদায় করিয়া লইবে, তখন ঐ পরিমাণ আসল হইতে বাদ দিবে, এইরূপ যে দালান, বাগান ও বাটীতে কর আদায় হয়, তৎসমস্তের এইরূপ ব্যবস্থা। তৎসমস্ত ইজারা দিয়া উহার কর আসল টাকা বাবত ওসুল দিবে, বন্ধক দাতার পক্ষে বন্ধকগৃহিতাকে জমি ইত্যাদির কর দান করা সঙ্গত নহে, কেননা হেবাতে হেবা করা বস্তুর দখলে আনা শর্ত্ত, অর্থাৎ হেবাকারি নিজের দখল হইতে ছাড়াইয়া অন্যের দখলে দিবে। আর যখন হেবাকারি উক্ত করের মালিক (স্বত্ববান) হয় নাই, তখন বর্ত্তমানে কিরূপে উহার হেবা করা সঙ্গত হইবে? যদি তাহারা বলে যে, প্রত্যেক বৎসরে ও প্রত্যেক মাসে হেবা করা হয় অর্থাৎ প্রথমে জমির স্বত্বাধিকারি উক্ত করের মালিক হয়, তৎপরে উহা তাহার স্বত্ব (মালিক) হইতে বাহির হইয়া বন্ধকগৃহিতার স্বত্বে পরিণত হয়, তবে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে, মালিকের স্বত্ব হইতে উহা কিরূপে খারিজ হইল? যদি প্রথমতঃ বন্ধকের বন্দোবস্ত এই মর্ম্মের উপর হইয়া থাকে, তবে উহা ভুল, কেননা সেই সময় দখল দেওয়া সাব্যস্ত হইতে পারে না। আর যদি প্রত্যেক বৎসরে ও মাসে এই বন্দোবস্ত করে, তবে বলি, এইরূপ বন্দোবস্ত বন্ধকের দলীলে নাই। কাজেই প্রত্যেক অবস্থায় বন্ধকি জমি ও বাটীর কর সকল সময় বন্ধকদাতার সত্বে পরিণত হইবে, বন্ধক গৃহিতা

তাহার নাএব রূপে উহা আদায় করিয়া থাকে, যতক্ষণ উহা বন্ধক গৃহিতার অধিকারে থাকে, উহা বন্ধকদাতার অধিকারে আছে বলিয়া ধরিতে হইবে, কেননা বন্ধকগৃহিতা বন্ধকি বস্তুর উপসত্ত্ব গুলি আদায় করিতে বন্ধকদাতার নায়েব হইয়া থাকে।

যদি বর্ত্তমান জামানার লোকদিগের প্রথা অনুসারে বন্ধক গৃহিতা উক্ত উপসত্ত্বগুলি বন্ধকদাতার নিকট পৌঁছাইয়া দেয়, আর উক্ত বন্ধকদাতা উহা অধিকারে আনিয়া বন্ধকগৃহিতাকে হেবা করে, তবে আদায় করার জন্য এই বন্ধক গৃহিতা লাভবান হইবে ইহা প্রকৃত পক্ষে সুদ। যদি ঐ বেচারা (উক্ত) উপস্বত্ব বন্ধক গৃহিতাকে না দিতে চাহে, তবে সে তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না এবং এই বন্ধক রাখিতে রাজি হইবে না, বরং উহা ফছখ করিয়া ফেলিবে। এক্ষেত্রে জামানার লোকেরা যেরূপ বন্ধক রাখিয়া থাকে, উহাতে সুদ খাওয়ার হিলা (ছলনা) বাহির করিয়া লইয়াছে, কিন্তু এই হিলা নিতান্ত দুর্ব্বল, ফেকহ তত্ত্বের হিসাবে একেবারে নাজায়েজ ও সুদের মধ্যে গণ্য। শয়তান মনুষ্যের শত্রু, প্রত্যেক ছলনায় তাহাকে দোজখে লইয়া যাইতে চাহে, নাকেছ লোকেরা জ্ঞান চক্ষে শয়তানের পথকে জায়েজ পথ বলিয়া ধারণা করে, যদি মোবাহ বলিয়া ধারণা না করে, তবে কিরূপে শয়তানের অনুগত হইবে ?

মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবি মজমুয়া-ফাতাওয়া'র ১।৩২৩—৩২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

استفتا ۷۷۲ - کیا فرماتے هیں علماء دین اس مسئلہ میں
کہ خالد نے ایک قطعہ باغ خواہ قطعۂ اراضي اپنے پاس ولید کے
رهن رکھي الخ *

কি বলেন দীনের আলেমগণ এই মস্‌লা সম্বন্ধে যে, খালেদ নিজের একটি বাগান কিম্বা একখণ্ড জমি ওলিদের নিকট বন্ধক রাখিল এবং উক্ত বাগানের ফসল কিম্বা জমির উপস্বত্ব উক্ত (কর্জ্জের) টাকার পরিবর্ত্তে ও'লিদের জন্য মোহাব করিয়া দিল, এক্ষণে এইরূপ উপসত্ব ভোগ করা জায়েজ হইবে কিনা? যদি জায়েজ না হয়, তবে কি জন্য জায়েজ হইবে না? ইহার উত্তর স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া সুফল লাভ করুন।

উত্তর।

এইরূপ উপসত্ব ভোগকরা নাজায়েজ, দোর্রে'ল-মোখতারের হাশিয়া (পরটীকা) তহতাবি কেতাবে আছে,—মোস্তাকার টীকায় আছে, (বন্ধক দাতার) বিনা অনুমতি (বন্ধক বস্তুর) উপসত্ব ভোগ করা হারাম হইবে, আর (তাহার) অনুমতিতে উহা মকরুহ হইবে, ইহা মোজমারাত ইত্যাদি কেতাবে আছে; আরও তাহতাবি কেতাবে আছে;—

"সাধারণতঃ লোকদিগের এইরূপ রীতি হইয়াছে যে, তাহারা (কর্জ্জ) দেওয়ার সময় (বন্ধকি বস্তুর) উপস্বত্ব ভোগ করার ধারণা করিয়া থাকে, যদি উক্ত উপসত্ব ভোগের সুযোগ না হইত, তবে সে ব্যক্তি কিছুতেই তাহাকে টাকা গুলি (কর্জ্জ) দিত না, ইহা শর্ত্তের তুল্য, কেননা প্রসিদ্ধ রীতি শর্ত্ত করার তুল্য ইহবে। ইহা উপসত্ব ভোগ নিষিদ্ধ হওয়ার স্থির সিদ্ধ করিয়া দেয়।"

উক্ত প্রমাণ দ্বারা বুঝা গেল যে, যদি বন্ধকদাতা (উপস্বত্ব ভোগের) অনুমতি না দেয়, তবে বন্ধক গৃহিতার পক্ষে উপসত্ব ভোগ করা হারাম হইবে। আর যদি অনুমতি দেয়, তবে মকরূহ তহরিমি হইবে, বিশেষতঃ যদি উপসত্ব ভোগ শর্ত্ত করা হয়

কিম্বা শর্ত্ত করার হুকুমে হয়, যেরূপ এই জামানার রীতি হইয়াছে যে, কতক লোক এইরূপ বন্দোবস্তের সময় বন্ধকদাতার নিকট হইতে (উপসত্ব ভোগের অনুমতির শর্ত্ত করাইয়া লইয়া থাকে এবং বন্ধকি দলীলে উক্ত শর্ত্ত লিখাইয়া লইয়া থাকে। আর কতক পরহেজগার নামধারি লোক যদিও স্পষ্টভাবে শর্ত্ত করাইয়া না লয়, তবু উপসত্ব ভোগ তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে। এমনকি যদি তাহারা অবগত হয় যে, বন্দকদাতা ফসল ইত্যাদি উপসত্ব ভোগের অনুমতি দিবে না, তবে কিছুতেই তাহারা বন্দক রাখিতে স্বীকৃত হইবে না, ইহা শর্ত্ত করার হুকুম হইবে। আর হাদিছ শরিফে এই প্রকার কর্য্য করিতে নিষেধ হইয়াছে। তারিখে বোখারিতে হজরত আনাছ (রাজিঃ) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যদি তোমাদের একজন কর্জ্জ দেয়, তবে সে ব্যক্তি যেন (কর্জ্জ গৃহিতার) তোহফা (উপঢৌকন) গ্রহণ না করে। ইহা এগাছাতোল্লোহফান কেতাবে আছে। আরও উক্ত কেতাবে আছে, সহিহ বোখারিতে আবু-বোরদা (হজরত) আবু মুছা (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, ইনি বলিয়াছেন, আমি মদিনা শরিফে আগমন করিয়া (হজরত) আবদুল্লাহ বেনে ছালম (রাঃ) সাহাবার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি এরূপ দেশে বাস কর, যে স্থানে সুদ অধিক পরিমাণ প্রচলিত রহিয়াছে, যদি কাহারও নিকট তোমার কিছু প্রাপ্য থাকে, তৎপরে সে ব্যক্তি তোমাকে এক গুচ্ছা যব তোহফা প্রদান করে, তবে তুমি উহা গ্রহণ করিও না, কেননা উহা সুদ। (হজরত) এবনে মছউদ, (হজরত) এবনে আব্বাছ ও (হজরত) এবনে ওমার (রাঃ) কর্ত্তৃক এই মর্ম্মের হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে।

এবনে আবিশায়বার মছনদে আতা হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, সাহাবাগণ যে কর্জ্জে কোন প্রকার উপসত্ব লাভ করা হয়, তাহা মকরুহ জানিতেন। মছনদে হারেছবেনে ওছামাতে আছে, হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে কর্জ্জে কোন উপসত্ব লাভ করা যায়, উহা সুদ হইবে।

উক্ত হাদিস সমূহ ও সাহাবাগণের মত সমূহ দ্বারা বুঝা গেল যে, ঋণদাতার পক্ষে ঋণগৃহিতার নিকট হইতে কোন তোহফা গ্রহণ করা বা কোন প্রকার উপসত্ব ভোগ করা যদিও ঋণহিতার সন্তোষ ও স্বেচ্ছা সহকারে হউক, তবু মকরুহ তহরিমি হইবে।

আর হানাফি মজহাবের কতক ফেকহের কেতাবে লিখিত আছে যে, বন্ধকগৃহিতার পক্ষে বন্ধকদার অনুমতিতে উপসত্ব ভোগ করা জায়েজ হইবে, উহার মর্ম্ম এই যে, যদি এরূপ খাঁটী অনুমতি হয় যাহাতে শর্ত্তের লেশ মাত্র না থাকে, না স্পষ্টভাবে (উপস্বত্ব ভোগের) উল্লেখ করা হয় না (অন্তরে উহার আশা করা হয়), (তবে উহা জায়েজ হইবে)। আর যদি অন্তরে উক্ত উদ্দেশ্য পোষণ করা হয়, তবে উহা সুদের হুকুমে পরিগণিত হইবে। এতদ্ভিন্ন যেরূপ একদল ফকিহ অনুমতি সূত্রে উহা জায়েজ বলিয়াছেন, সেইরূপ এক বৃহৎ দল ফকিহ উহা নিষেধ করিয়াছেন, তাহতাবির এবারত ইহার প্রমাণ তনকিহে ফাতাওয়ায় হামিদিয়াতে আছে, বন্ধকগৃহিতার পক্ষে (বন্ধকি) জমিতে চাষ করা এবং উহা ইজারা দেওয়া জায়েজ হইবে না, কেননা তাহাদের উভয়ের পক্ষে বন্ধকি বস্তুর উপস্বত্ব ভোগ করা জায়েজ নহে।

কিনইয়া কেতাবে, জামেওয়াকারিক হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যে (এমাম) আবু ইউছফ (রাঃ) বলিয়াছেন, (যদি) বন্ধক গৃহিতা (বন্ধকি) ঘরে বাস করে, তবে মকরুহ হইবে। মাজমায়োল-বারাকাতে আছে, মূল কথা এই যে,

বন্দকদাতা অনুমতি দিয়া থাকুক, আর নাই থাকুক, বন্দকগৃহিতা বন্দকি বস্তুর উপসত্ব ভোগ করিতে পারিবে না।

তহজিব কেতাবের হাশিয়াতে আছে, বন্ধকগৃহিতার পক্ষে যদিও বন্ধকদাতা তাহাকে অনুমতি দিয়া থাকে, তবু বন্ধকি বস্তুর উপসত্ব ভোগ করা মকরুহ হইবে, এইরূপ মায়েদ কেতাবে আছে।

আশবাহ কেতাবের হাশিয়াতে আছে, জামে-লেমাজদেলে আএম্মাতে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বেনে আছলাম হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, যদিও বন্ধকদাতা বন্ধকগৃহিতাকে অনুমতি দেয়, তবু তাহার পক্ষে উহার কোন প্রকার উপসত্ব ভোগ করা হালাল হইবে না, ইহাতে সুদের অনুমতি দেওয়া হয়, কেননা বন্ধক গৃহিতা নিজের প্রদত্ত টাকা সম্পূর্ণ ওসুল করিয়া লইবে, কাজেই উপসত্ব ভোগ সুদ হইবে।

আশবাহ কেতাবে আছে, বন্ধকগৃহিতার পক্ষে বন্ধকদাতার অনুমতি লইয়াও বন্ধকি বস্তুর উপসত্ব ভোগ করা মকরুহ হইবে।

এই মস্‌লার আরও অধিক সূক্ষ্ম সমালোচনা আমার ফেলকোল মশহুন গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

আবুল হাছানাত মোহাম্মদ আবদুল হাই

ফলকোল মশহুন, ১১।১২ পৃষ্ঠা ;—

و اولی الاقوال المذکورة و اصحها و اوفقها بالروايات الحديثة

هو القول الرابع ما كان مشروطا يكره الخ *

"উল্লিখিত মতগুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট সমধিক ছহিহ্ ও হাদিছের রেওয়াএত গুলির অধিকতর সানুকুল এই চতুর্থ মত, যদি উপসত্ব ভোগ শর্ত্ত করা হয়, তবে মকরুহ্ হইবে, আর যদি উহা শর্ত্ত করা না হয়, তবে মকরুহ তহরিমি হইবে না, এস্থলে মকরুহ বলার উদ্দেশ্য মহরুহ তহরিমি হইবে, ফকিহগণ মকরুহ হওয়ার

কারণ সুদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতেই উহা মকরুহ তহ-রিমি হওয়ার সপ্রমাণ করে। আর যিনি উপসত্ব ভোগ শর্ত্তে উহা হারাম হওয়ার কথা বলিয়াছেন, উক্ত হারাম হওয়ার মর্ম্ম মকরুহ তহরিমি হইবে; কেননা মকরুহ তহরিমি হারামের নিকট, বরং উহা হারামের তুল্য। তৎপরে শর্ত্ত দুই প্রকার হইবে, প্রথম হকিকি, দ্বিতীয় হুকমি। হকিকি শর্ত্ত এই যে, বন্ধক গহিতা বন্দকের বন্দোবস্ত করার সময় এই শর্ত্ত করিয়া লয় যে, বন্দকদাতা (তাগাকে) বন্দকি বস্তুর উপসত্ব ভোগের অনুমতি দিবে। যেরূপ অধিকাংশ সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে যে, যখন তাহারা কোন বস্তু বন্দক রাখে এবং কিছু টাকা কর্জ্জ দেয়, তখন উপসত্ব ভোগের অনুমতির শর্ত্ত করিয়া লয় এবং বন্দকের দলীলে উহা লিখাইয়া লয়। আর যদি বন্দকদাতা ইহার অনুমতি না দেয় এবং দলীলে উহা লিখিতে রাজি না হয় তবে, বন্দকগৃহিতা কর্জ্জ দিবে না এবং বন্দক লইবে না। হুকমি শর্ত্ত যেরূপ আমাদের দেশে প্রচলিত রহিয়াছে, উহা এই যে, তাহারা বন্দকের বন্দোবস্তের মধ্যে উক্ত শর্ত্ত উল্লেখ করে না, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য উপসত্ব ভোগ হইয়া থাকে। আর যদি উপসত্ব ভোগ সম্ভব না হয়, তবে বন্দকগৃহিতা কর্জ্জ দিবে না, এমন কি যদি সে কর্জ্জ দেয় এবং বন্দক দাতা অন্য মজলিশে উপসত্ব ভোগের অনুমতি না দেয়, কিম্বা অনুমতি দেওয়ার পরে মত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে তবে বন্দকগৃহিতা রাগান্বিত হইয়া নিজের কর্জ্জ দেওয়া টাকা ফেরত লইতে ইচ্ছা করিবে।

যদিও তাহাদের কথার মধ্যে শর্ত্ত উল্লিখিত না হয়, তবু উহা তাহাদের মূল উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। আর ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রসিদ্ধ প্রথা শর্ত্ত করা বিষয়ের তুল্য, ইহা আশবাহ লেখক সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়া বহু মসলা

প্রকাশ করিয়াছেন। যেরূপ হকিকি শর্ত্ত সুদে পরিণত করে, সেইরূপ হুকমি শর্ত্ত সুদের অন্তর্গত, যদিও উহা প্রকৃত সুদ না হয়, তবে উহাতে অন্ততঃ সুদের সন্দেহ হইবে, আর ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, সুদের সন্দেহ বিশিষ্ট বস্তু সুদের অন্তর্গত হইবে, ইহা ফকিহগণ কর্জ্জ ও কেনা বেচার অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

ফলাকোল-মশহুন, ১২।১৩ পৃষ্ঠা ;—

صورة الاذن الغير المشروط ان لا يشترط المرتهن ذلك فى نفس العقد الخ *

"(বিশুদ্ধ) অনুমতি যাহাতে শর্ত্তের লেশ নাই, উহা এই প্রকার হইতে পারে যে, বন্ধকগৃহিতা বন্ধকের (ইজাব কবুলের) সময় উপসত্ব ভোগের শর্ত্ত না করে, এই শর্ত্তে কর্জ্জ না দেয়, কর্জ্জ দেওয়ার উপসত্ব ভোগ মোবাহ (হালাল) হইবে এবং যদি উপসত্ব ভোগ সম্ভব না হয়, তবে কর্জ্জ দিবে না, এইরূপ ধারণা (নিয়ত) না করে, বরং কেবল (বন্ধকি বস্তুর) আবদ্ধ রাখার এবং ঋণ আদায়ের অবলম্বন (অছিলা) হওয়ার ধারণা করে, কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রেও উপসত্ব ভোগ করা উত্তম কার্য্যের বিপরীত, এইরূপ কার্য্য না করাই উত্তম। এরূপ ক্ষেত্রে উহা হইতে বিরত (বাদ) থাকা পরহেজগারি হইবে এবং উপসত্ব ভোগ করা ফৎওয়ার ব্যবস্থা হইবে। এই অবস্থাটী আমাদের জামানায় অতি দুষ্প্রাপ্য, অতি কম লোক এইরূপ করিয়া থাকে, ইহা আমাদের জামানায় (অস্পষ্ট) শর্ত্তের সহিত বন্ধক রাখা প্রচলিত রহিয়াছে। প্রথমটী চতুষ্পদের ন্যায় আ'ম (সাধারণ) লোকের রীতি, দ্বিতীয়টী আমলোকের ন্যায় খাস (বিশিষ্ট) লোকদিগের রীতি। আমাদের জামানার ও আমাদের পূর্ব্বের অনেক আলেম 'অনুমতি হইলে বন্ধকগৃহিতার পক্ষে উপসত্ব ভোগ জায়েজ হইবে,

ফকিহগণের এই এবারতের স্পষ্টভাব দেখিয়া প্রতারিত হইয়াছেন এবং শর্ত্ত সহ বন্ধক ও বিনা শর্ত্ত বন্ধক এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ না করিয়া এবং প্রসিদ্ধ বিষয় যে শর্ত্ত করা বিষয়ের তুল্য, ইহাতে চিন্তা না করিয়া প্রত্যেক প্রকার উপসত্ব ভোগ জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়া (ভ্রমপথে পতিত) হইয়াছেন এবং (লোকদিগকে) গোমরাহ করিয়াছেন ;—

মাওলানা আশরাফ আলি ছাহেব 'তাতেম্মায়-ছানিয়া এমাদাদোল ফাতাওয়ার ১৫২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।"

عمرو نے بکر سے سو روپیہ قرض لئے الخ •

প্রশ্ন।

আমর, বাকার হইতে ১০০ টাকা কর্জ্জ লইল, আমর কিছু জমি বাকারকে পাঁচ বৎসরের জন্য এই শর্ত্তে দিল যে, তুমি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ইহার উপসত্ব ভোগ কর, পাঁচ বৎসর পরে আমার জমি (আমাকে) ফেরত দিয়া দিবে, কিন্তু উক্ত জমির পাচ বৎসরের ফসলের মূল্য স্বরূপ একশত টাকার অধিক হইবে, এইরূপ আদান প্রদান জায়েজ হইবে কিনা ?

উত্তর।

উপরোক্ত ঘটনায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমর, বাকারের সহিত এইরূপ ব্যবহার কর্জ্জের জন্যই করিয়াছে, এইজন্য ইহা হারাম ও সুদ হইবে।

প্রশ্ন।

বন্ধকি সম্পত্তির খাজনা আদয় করিতে কে দায়ী হইবে ?

উত্তর।

হেদায়া, ৪।৫২০ পৃষ্ঠা ;—

والخراج علی الراهن خاصة •

বন্ধকদাতাই বিশেষ করিয়া (উক্ত সম্পত্তির খাজনার দায়ী হইবে।"

আলমগিরি (মিস্রি ছাপা) ৫।৭৮১১ পৃষ্ঠা ,—

و الخراج على الراهن *

"বন্ধকদাতার উপর খাজানা আদায় করা ওয়াজেব হইবে।"

মোজে'ল-মোখতার, ৪।৬৯ পৃষ্ঠা ;—

و الخراج على الراهن *

"খাজনার দায়িত্ব বন্ধকদাতার উপর থাকিবে।"

দেওবন্দের আলেমগণের ফৎওয়া।

جواب حق صحیح ہے بیشک مرتہن کو نفع اٹھانا شي مرھون سے حرام ہے اگرچہ باذن راھن ھو کیونکہ یہ نفع مشروط ہے اگر صراحۃ نہو مگر بحکم المعروف عرفا کالمشروط شرطا بی شبۃ انتفاع مذکور مشروط ہے پس بموجب کل قرض جر نفعا نہو ربوا مرتہن کو حلال نہیں ہے کہ شي مرھون سے نفع حاصل کرے *

الجواب الصحیح　　الجواب صحیح حق　　کتبہ الحقر عزیز الرحمن عفی عنہ

شبیر احمد عفا اللہ عنہ　　نقیر اصغر حسین عفی عنہ

مفتي دار العلوم دیوبند

دیوبندي

"(উল্লিখিত) উত্তর সত্য সহিহ, নিঃসন্দেহে বন্ধক গৃহিতার পক্ষে বন্ধকি বস্তুর উপসত্ব ভোগ করা যদিও বন্ধকদাতার অনুমতিতে হয়, তবু হারাম. কেননা এই উপসত্ব ভোগের শর্ত্ত করা হইয়াছে। যদিও স্পষ্টভাবে এইরূপ শর্ত্ত না করা হয়, তবু প্রচলিত প্রথা শর্ত্ত

করা বিষয়ের তুল্য হয়, এই হুকুম অনুযায়ী উল্লিখিত উপস্বত্ব-ভোগ শর্তের মধ্যে গণ্য হইবে, কাজেই যে কর্জ্জে কোন প্রকার উপস্বত্বভোগ করা হয়, উহা সুদ হইবে, এই হাদিছ অনুসারে বন্ধক গৃহিতার পক্ষে বন্ধকি বস্তুর উপস্বত্বভোগ করা হালাল নহে।

লেখক—(মাওলানা) আজিজররহমান (ছাহেব ।)

দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসার মুফ্‌তি।

(মাওলানা) আছগার হোছাএন (ছাহেব)

(মাওলানা) শিব্বির আহমদ (ছাহেব)

فی الهداية و ليس للمرتهن ان ينتفع بالرهن لا باستخدام و لا سكنى و لا لبس الا ان ياذن له المالك - فی الدر المختار و قيل لا يحل للمرتهن لانه ربا و قيل ان شرطه كان ربا و الا لا - قال العلامة الشامی قال ط قلت و الغالب من احوال الناس انهم انما يريدون عند الدفع الانتفاع و لولاه اعطاه الدراهم و هذا بمنزلة الشرط لان المعروف كالمشروط و هو مما يعين المنع جلد خامس صفحه ۳۷۸ - علامه شامی نے جو طحاوی سے تحریر فرمائی ہے اسکو پیش نظر رکھکر نیز موجوده زمانه کی رواج کو که رهن رکھنے سے مرتهن اپنا نفع خیال کرکے رهن رکھتا ہے اس وجه سے اذن جواز انتفاع کے لئے کافی نهین بلکه جس صورت سے بهی انتفاع هو خواه بلا اذن راهن تو ظاهر هی ہے اور باذن راهن بهی بوجه معروف هونیکے المعروف كالمشروط کے قاعدے سے نا جائز ہے ۔ و قال ايضا قال فی المنح و عن عبد الله محمد بن اسلم السمرقندي و كان من كبار علماء سمرقند انه لا يحل له ان ينتفع بشئ بوجه من الوجوه و ان اذن له الراهن لانه اذن له فی الربا لانه يستوفی دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا و هذا امر عظيم اور خراج زمين كا راهن کے ذمه ہے و نفقة الرهن و الخراج و العشر على الراهن در مختار

اور بعض متون میں جو یہ لکھا ہے کہ انتفاع مرتہن کو اذن سے
حلال ہوجاتا ہے تو یہ اس صورت میں ہے کہ مشروط و معروف
نہو جیسے کوئی قرض ادا کرتے وقت تبرعا و احسانا بلا شرط و عرف
زیادہ دیدے تو جائز ہوگا اور جو یہ بھی مشروط و معروف کوجاوے
تو بھی ہوکر حرام کوجائیگا - واللہ * کتبہ اشفاق الرحمن غفرلہ

الجواب صواب الجواب صحیح الجواب صواب
محمد انور عفی اللہ عنہ احمد شفیع عفی عنہ نجیب حسن بقلم خود

الجواب صحیح
محمد اعزاز علی غفرلہ

الجواب صواب الجواب صحیح الجواب صحیح
بندہ محمد ابراہیم عفی عنہ محمد رسول خان عفی عنہ
اشرف علی

হেদায়া কেতাবে আছে, বন্ধক গৃহিতার পক্ষে বন্ধকি বস্তুর উপস্বত্ব ভোগ করা, (বন্ধকি গোলামের) খেদমত লওয়া (বন্ধকি গৃহে) বাস করা এবং (বন্ধকি কাপড়) পরিধান করা মালিকের অনুমতি ব্যতীত জায়েজ হইবে না।

দোরেল-মোখতারে আছে, কতক বিদ্বান্ বলিয়াছেন, বন্ধক-গৃহিতার পক্ষে উপস্বত্ব ভোগ করা হালাল নহে, কেননা উহা সুদ। কতক বিদ্বান্ বলিয়াছেন, যদি বন্ধক গৃহিতা উপস্বত্বভোগের শর্ত্ত করে, তবে সুদ হইবে, আর শর্ত্ত না করিলে, সুদ হইবে না।

আল্লামা-শামি বলিয়াছেন, তাহ্তাবি বলিয়াছেন, সাধারণ লোকদের অবস্থা এইরূপ হইয়াছে যে, তাহারা (কর্জ্জ) দেওয়া স্বত্বেও উপস্বত্বভোগের ধারণা করিয়া থাকে, আর যদি উপস্বত্ব-ভোগ সম্ভব না হয়, তবে সে ব্যক্তি কিছুতেই তাহাকে টাকা (কর্জ্জ) দিতে রাজি হইত না, ইহা শর্ত্তের তুল্য, কেননা প্রচলিত

প্রথা শর্ত্তের তুল্য, ইহা উপস্বত্ব ভোগের নিষিদ্ধ হওয়ার সমর্থন করে। শামি ৫ম খণ্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা।

আল্লামা শামি, তাহতাবির যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহার উপর লক্ষ্য করিলে এবং বন্ধক গৃহিতা উপস্বত্ব ভোগের ধারাণা করিয়া বন্দক রাখিয়া থাকে, বর্ত্তমান জামানার এই প্রচলিত প্রথার উপর লক্ষ্য করিলে, সপ্রমান হয় যে,(বন্দকদাতার) অনুমতি হইলেও উপসত্ব ভোগ জায়েজ হইতে পারে না, বরং উপসত্বভোগ যে প্রকারে হউক, যদি বন্ধকদাতার বিনা অনুমতিতে হয়, তবে (উহা নাজায়েজ হওয়া) প্রকাশ্য কথা, আর যদি তাহার অনুমতিতে হয়, তবে প্রসিদ্ধ প্রথা শর্ত্তের তুল্য, এই নিয়ম নুসারে (উপসত্বভোগ) প্রসিদ্ধ হওয়ার উহা নাজায়েজ হইবে।

আরও আল্লামা শামি বলিয়াছেন, মানাহ্ কেতাবে আছে, আবদুল্লাহ মোহম্মদবেনে আছলম ছামারকান্দি, ছামারকান্দের একজন প্রধান আলেম ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, বন্ধক গৃহিতার পক্ষে কোন প্রকারে উপসত্বভোগ যদিও বন্ধকদাতা ইহার অনুমতি দেয়, তবু উহা হালাল হইবে না, ইহাতে তাহাকে সুদের অনুমতি দেওয়া হইল, কেননা বন্ধকদাতা সম্পূর্ণরূপে নিজের প্রদত্ত টাকা আদায় করিয়া লইয়া থাকে, কাজেই উপসত্বটী অতিরিক্ত বিষয়, এইহেতু উহা সুদ হইয়া যাইবে, ইহা গুরুতর বিষয়।

বন্ধকদাতার জমির করের দায়ি হইবে, কেননা দোরেরোল-মোখতারে আছে,—"বন্দকি বস্তুর খোরপোষ, কর ও ওশোরের (একদশমাংশ ফসলের) দায়িত্ব বন্ধকদাতার উপর থাকিবে।"

কতক মতনের কেতাবে লিখিত আছে যে, বন্ধকদাতার অনুমতি হইলে, বন্দক গৃহিতার পক্ষে উপস্বত্বভোগ করা হালাল হইয়া যায়, ইহা উক্ত স্থলের ব্যবস্থা হইবে যে স্থলে উপসত্বভোগ শর্ত্ত বা প্রসিদ্ধ না হয়, যেরূপ কেহ কর্জ্জ আদায় করা কালে

ইহছান সূত্রে কিছু বেশী দিয়া দেয় এবং ইহার শর্ত্ত ও প্রথা না হয়, তবে জায়েজ হইবে, আর যদি ইহাও শর্ত্ত ও প্রথা হইয়া থাকে, তবে সুদ হওয়ার কারণে হারাম হইয়া যাইবে।

লেখক মাওলানা ইস্‌ফাকোর রহমান ছাহেব;
মাওলানা মোহম্মদ আনোয়ার ছাহেব।
মাওলানা আহাম্মদ শের ছাহেব।
মাওলানা নবিহ্‌ হাছান ছাহেব।
মাওলানা মোহম্মদ এজাজ আলি ছাহেব।
মাওলানা মোহম্মদ এবরাহিম ছাহেব।
মাওলানা মোহম্মদ রছুল খাঁ ছাহেব।
মাওলানা আশরাফ আলি থানবি ছাহেব।

সাহারাণপুরের আলমগণের ফৎওয়া।

الجواب صحيح　　الجواب صحيح　　الجواب صحيح

خليل احمد عفى عنه　ثابت على عفى عنه　عنايت على عفى عنه

الجواب صحيح

عبد الوحيد عفى عنه

مدرس مدرسه علوم مظاهر سهارنپور

উপরোক্ত উত্তরগুলি সহিহ্‌ ;—
মাওলানা খলিল আহমদ ছাহেব।
মাওলানা ছবেদ আলি ছাহেব।
মাওলানা এনাএত আলি ছাহেব।
মাওলানা আবদুল অহিদ ছাহেব।

اذن راهن كا اثر صرف اسقدر هوگا كه عين مرهونه كے منافع
مضمون نهونگے باقي لزوم ربا جو حق شرعي هے اسكو اذن راهن

دفع نہیں کرسکتا لہذا حق مرتہن میں شرعا انتفاع درست نہیں خواہ راہن اذن دے یا نہ دے فقط ٭

محمد اللطیف عفا اللہ عنہ مدرس　　　الجواب صحیح

مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور　　　بندہ عبد الرحمن عفی عنہ

বন্ধকদাতার অনুমতিতে এইটুকু লাভ হইতে পারে যে, বন্দকি বস্তুর উপস্বত্বের খেছারত দিতে হইবে না, কিন্তু সুদ হওয়া যে শরিয়তের দায়িত্ব, বন্ধকদাতার অনুমতিতে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় না, এইহেতু বন্ধক গৃহিতার পক্ষে শরিয়ত অনুসারে বন্ধকদাতা অনুমতি দেয়, আর না দেয়, উপস্বত্বভোগ জায়েজ হইবে না।

دستخط حضرت حامیان دین نبوی اعنی علمای دہلی مد ظلہم العالی ٭

الجواب صحیح
محمد شفیع عفی عنہ
مدرس مدرسہ مولوی عبد الرب صاحب
مرحوم دہلی
قد صح الجواب
محمد عبد اللطیف سیفی عفا عنہ
صدر مدرس مدرسہ عالیہ فتحپوری
دہلی
المجیب
وحید حسین مدرس مدرسہ عالیہ
امینیہ دہلی
الجواب صحیح
محبوب الہی عفی عنہ

الجواب صواب
محبوب الهی عفی عنه
مدرس مدرسهٔ مولوي عبد الرب
صاحب مرحوم دهلی

الجواب صحیح
محمد کفایت الله غفرله
مدرس مدرسهٔ امینیهٔ دهلي

الجواب صواب
بنده ضیاء الحق عفی عنه
مدرس مدرسهٔ امینیهٔ دهلي

الجواب صحیح
محمد مظهر الله عفی عنه
مدرس مدرسهٔ مولوي عبد الرب صاحب مرحوم

দীল্লির আলেমগণের দস্তখত।

মাওলানা মোহম্মদ শফি ছাহেব।

মাওলানা মোহম্মদ আবদুল লতিফ ছাহেব।

মাওলানা অহিদ হোছাএন ছাহেব।

মাওলানা মহবুব এলাহি ছাহেব।

মাওলানা মোহম্মদ কেফাএতুল্লাহ ছাহেব।

মাওলানা জিয়াওল হক্ ছাহেব।

মাওলানা মোহাম্মদ মোজহারুল্লাহ্ ছাহেব।

دستخط جامع شریعت و طریقت
جناب شاه مولانا ابو بکر فرفروي صاحب

الجواب صحيح
محمد ابو بكر عفي عنه
মাওলানা শাহ মোহম্মদ আবুবকর ছাহেব।

কলিকাতার আলেমগণের ফৎওয়া।

اصاب من اجاب
ماجد على عفى عنه
صدر مدرس كلكته

الجواب حق و الحق احق ان يتبع

انديون مسلمانان ربا خوارون نے معامله رهن كو سود خوري كا ذريعه بنا ليا هے اور بطور حيله سازي كے اذن الراهن بطيب نفسه كا بهانا كرتے هين حالانكه در حقيقت نه راهن بطيب خاطر اجازت ديتا هے اور نه مرتهن خدا ترسي سے اجازت چاهتا هے بلكه روپيه قرض ديكر زمين كو رهن ركهنے سے مقصود انتفاع بالرهن هے اور اكثر كاغذات رهن مين اسكى تصريح اور شرط هوتي هے جهان تصريح نهين هے وهان پر بطور عرف معروف كے شرط سمجهي جاتى هے - بهر حال صريح شرط يا عرف معروف سے مرتهن كا نفع حاصل كرنا كل قرض جر نفعا فهو ربو مين داخل هے مسلمانون كو اس سے اجتناب لازم و محتم هے تاكه باب ربوا مفتوح نهوے هذا ما سنح لى و العلم التام عند الله العلام ●

فخر بنگاله عبد الحميد اسلام آبادي مدرس مدرسهٔ عاليهٔ كلكته

الجواب حق و الحق احق بالاتباع
محمد مظهر عفى عنه
مدرس مدرسهٔ عاليهٔ كلكته

لا ريب فى صحة الجواب

سيد وصى الدين مدرس مدرسة عالية كلكتة

উল্লিখিত জওয়াব সহিহ্।

মাওলানা মাজেদ আলি ছাহেব মাদ্রাসা আলিয়া কলিকাতার প্রথম মোদররেছ।

বর্ত্তমানে সুদখোর মুসলমানগণ বন্দক ব্যাপারকে সুদ খাওয়ার অবলম্বন করিয়া লইয়াছে, হিলাছাজি করিয়া বন্দকদাতার সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দেওয়ার ছলনা করিয়া থাকে, অথচ প্রকৃত পক্ষে বন্দকদাতা সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিয়া থাকেন এবং বন্দক গৃহিতা খোদাতায়ালার ভর রাখিয়া অনুমতি চাহিয়া থাকে না, বরং টাকা কর্জ্জ দিয়া জমি বন্দক রাখার উদ্দেশ্য বন্দকি বস্তুর উপসত্ব ভোগ হইয়া থাকে এবং অধিকাংশ বন্দকের দলীলে ইহার শর্ত স্পষ্টভাবে লেখা থাকে। যে স্থলে উহা স্পষ্টভাবে লেখা না থাকে, তথায় প্রচলিত প্রথা অনুসারে উক্ত শর্ত্ত বুঝা যায়। প্রত্যেকক্ষেত্রে স্পষ্ট শর্ত্ত কিম্বা প্রচলিত প্রথার কারণে বন্দকগৃহিতার পক্ষে উপসত্ব ভোগ যে কর্জ্জে উপসত্ব লাভ হয় উহা সুদ, এই হাদিস সূত্রে সুদের মধ্যে গণ্য হইবে। মুসলমানদিগকে এইরূপ কার্য্য হইতে পরহেজ করা ওয়াজেব, নচেৎ সুদের দরওয়া খোলা হইবে।

লেখক—মাওলানা আবদুল হামিদ (ফখ্‌রে বাংলা) মাদ্রাসা আলিয়ার মোদারেছ। মৌলবি ছৈয়দ অহিউদ্দিন ছাহেব উক্ত মাদ্রাসার মোদারেছ। মৌলবি মহম্মদ মোজহার ছাহেব উক্ত মাদ্রাসার মোদারেছ।

ان دنوں لوگوں نے معاملۂ رھن کو جیسا کہ ذریعۂ ربا بنا لیا ہے جائز نہیں ہے واللہ اعلم ●

حررہ محمد صمصام الدين عفى عنہ
مدرس مدرسۂ عالیۂ کلکتہ

বর্ত্তমানে লোকে যেরূপ বন্ধককে সুদের অবলম্বন করিয়া লইয়াছে, ইহা জায়েজ নহে।

মাওলানা মহম্মদ ছামছামদ্দিন ছাহেব মাদ্রাসা আলিয়ার মোদারের্ছ।

زمانۂ حال کے رہن ہر وجہ جسے مقصود انتفاع بالرہن ہے بالکل حرام و ناروا ہے اس سے احتراز فرض ہے *

محمد نور اللہ عفی عنہ مدرسۂ عالیۂ کلکتہ

বর্ত্তমান জামানার প্রচলিত বন্ধক যাহার উদ্দেশ্য বন্ধকি বস্তুর উপস্বত্বভোগ হইয়া থাকে, একবারে হারাম ও নাজায়েজ; উহা হইতে পরহেজ করা ফরজ।

মাওলানা মহম্মদ নূরোল্লাহ ছাহেব মাদ্রাসা আলিয়া কলিকাতার মোদারের্ছ।

لاشك فى كراهة انتفاع المرتهن بالمرهون المروج فى ديارنا البنجالة لحديث مرفوع حكما كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا فان الاذن مشروط فيه ولو عرفا و معروف ان المعروف كالمشروط ولو كان الانتفاع المذكور جائزا باذن بحت بلا ريب و المراد بالكراهة التحريمية كما هي مفاد تعليلهم فقط *

ابو الفتح محمد حسين السلتى المدرس فى المدرسة العالية الكلكية

لاريب فى عدم جوازه فقير فضل الرحمن غفرله المنان مدرس مدرسۂ رمضانیۂ کلکتہ

আমাদের বঙ্গদেশে বন্ধকি বস্তুর উপসত্বভোগ যেরূপ প্রচলিত হইয়াছে,—উহা মকরুহ হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই, ইহার প্রমাণ এই সহফু হাদিছ' যে কোন কর্জ্জে কোন প্রকার লাভ হয়, উহা এক প্রকার সুদ।

আর উহাতে উপসত্বভোগের অনুমতি স্পষ্ট শর্ত্ত বা দেশ প্রচলিত নিয়ম আছে, আর ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রচলিত প্রথাও শর্ত্তের তুল্য। অবশ্য যদি বিশুদ্ধ অনুমতি হয়, তবে উহা বিনা সন্দেহে জায়েজ হইবে। আর এস্থলে মকরূহ হওয়ার মর্ম্ম মকরূহ তহরিমি হইবে, মকরূহ হওয়ার কারণ যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে,-তাহা হইতেই উক্ত মত বুঝা যায়।

মাওলানা মহম্মদ হোছেন ছাহেব কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার মোদারে্ছ।

মাওলানা ফজলোর রহমান ছাহেব কলিকাতা রমজানিয়া মাদ্রাসার মোদারে্ছ।

নওয়াখালির আলেমগণের ফৎওয়া।

انتفاع مرقوم فی السوال سے چونکہ غرض اصلی سود خواری ہوتا ہے لہذا بیع بینہ کیطرح حرام و ناجائز ہے *

محمد موسی عفی عنہ محمد نور اللہ عفی عنہ قطب الاسلام سندیپی عفی عنہ

প্রশ্ন—লিখিত উপসত্বভোগের মূল উদ্দেশ্য সুদ খাওয়া হইয়া থাকে, এইজন্য উহা হারাম ও নাজায়েজ।

মাওলানা মহম্মদ মুছা ছাহেব। মৌঃ মহম্মদ নূরোল্লাহ ছাহেব মৌঃ কোৎবোল-ইস্লাম ছাহেব।

চট্টগ্রামের আলেমগণের ফৎওয়া।

ما شاع فی ابناء زماننا من الانتفاع بالرهن و اغتروا به فلا اختلاف فیہ حرمته سلفا و خلفا لو جود الاشتراط بالانتفاع صراحة حتی یثبت فی بینة الرهن - هل وقع رهن من غیر اشتراط الانتفاع ؟ حاشا و کلا - کیف یجوز عقل

سليم ان الراهن يأذن للمرتهن فى الانتفاع بطيب نفسه وبلا اشتراط المرتهن وهو ذو حاجة ولا يملك ما يدفع به حاجته فاضطر الى ان يرهن شيأ عند من له ثروة و المرتهن ذو الثروة لا يختار فى حق الراهن المفلس نحو هذا الصنيع ؟ فهيهات هيهات فالحاصل ان ما كان حلالا من الانتفاع وهو ان يأذن الراهن للمرتهن فى الانتفاع بعد ماتم عقد الرهن مروة منه ولم يكن الانتفاع مروجا و معروفا - فذلك مفقود فى ديارنا وما هو موجود ففى الشريعة الغراء مفقود حله - ومن لا علم له باحوال ابناء الزمان فهو و الجاهل سيان و لا عبرة بغير الفقهاء و الله اعلم *

بنده محمد ناظر غفرله خادم طلبة

گورنمنت مدرسۂ چاٹگام

"আমাদের জামানার লোকদিগের মধ্যে যেরূপ বন্ধকি বস্তুর উপসত্বভোগ প্রচলিত হইয়াছে এবং তাহারা উহার প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, উহার হারাম হওয়া সম্বন্ধে প্রাচীন ও পরবর্ত্তী জামানার আলেমগণের মধ্যে মতভেদ নাই। যেহেতু উহাতে স্পষ্টভাবে উপসত্বগের শর্ত্ত উল্লেখ করা হয়, এমন কি বন্ধকি দলিলে উহা লিখাইয়া লওয়া হয়। উপসত্বভোগের শর্ত্ত ব্যতীত কি বন্ধকি কার্য্য ঘটিয়া থাকে? কিছুতেই না। সত্য বিবেক কি স্বীকার করিবে যে, বন্ধকদাতা বন্ধক গৃহিতাকে সন্তুষ্ট চিত্তে ও বন্ধকগৃহিতার শর্ত্ত করা ব্যতীত উপসত্বভোগ করিতে অনুমতি দিবে? সেই বন্ধকদাতা সঙ্কটাপন্ন, উক্ত সঙ্কট মোচন করিতে সক্ষম নহে, কাজেই কোন অর্থশালীর নিকট কোন বস্তু বন্ধক দিতে বাধ্য হইয়া পড়ে, এদিকে অর্থশালী বন্ধকগৃহিতা; দরিদ্র বন্ধকদাতার জন্য এইরূপ [উপসত্ব ভোগে] বন্ধক রাখিতে

ইচ্ছাকরে না। দুঃখ, পরিতাপ, মূল কথা, যদি বন্ধকদাতা বন্ধকের বন্দবস্ত হইয়া যাওয়ার পরে সৎস্বভাবের অনুরোধে বন্ধকগৃহিতাকে উপসত্বভোগের অনুমতি দেয়, এবং এইরূপ উপসত্বভোগ দেশ প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ না হয়, তবে ইহা হালাল হইতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশে দুর্লভ। আর যেরূপ উপসত্বভোগ আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে, পবিত্র শরিয়তে তাহা হালাল নহে। যে ব্যক্তি আমাদের জামানার লোকদের অবস্থা জ্ঞাত নহে, সে ব্যক্তি এবং নিরক্ষর লোক একই সমান, আর ফকিহ্‌গণের মত ব্যতীত উযাগ্রাহ্য হইতে পারে না।

মাওলানা মহম্মদ নাজের হোছেন ছাহেব।

চট্টগ্রাম সরকারী মাদ্রাসার মোদার্রেছগণ

নিম্নোক্ত আলেমগণ এই ফৎওয়ায় দস্তখত করিয়াছেন ;—

১। মৌঃ জাফর হোসেন ছাহেব। ২। মৌঃ মির মছউদ আলি ছাহেব। ৩। মৌঃ এফাজুদ্দিন ছাহেব। ৪। আমিনদ্দিন ছাহেব। ৫। মৌঃ নজির আহমদ ছাহেব। দারুল-উলুম মাদ্রাসার মোদার্রেছগণ। ৬। মৌঃ আব্দুল হামিদ ছাহেব। জুরারগঞ্জের কাজি। ৭। মৌঃ সৈয়দ মোজাফফার আহমদ ছাহেব। ৮। মৌঃ দলীলররহমান ছাহেব নেয়াজপুরী। ৯। পীর জাদা মাওলানা আবদুছ ছোবহান ছাহেব। ১০। মৌঃ সৈয়দ আহমদ ছাহেব, বোওয়াহেদপুর মাদ্রাসার মোদার্রেছ। ১১। মৌঃ মহম্মদ ইউনছ ছাহেব। মির্জ্জাবাজার মাদ্রাসার মোদার্রেছ। ১২। মৌঃ ছাজেদুল্লাহ ছাহেব মিঠাছাড়া মাদ্রাসার মোদার্রেছ। ১৩। মৌঃ ছায়াদত আলি ছাহেব। ১৪। মৌঃ আহমদুল্লাহ ছাহেব। ১৫। মৌঃ ওলি আহমদ ছাহেব। ১৬। মৌঃ আব্দুছ ছাত্তার ছাহেব। ১৭। মৌঃ মহম্মদ এছমাইল ছাহেব

১৮। মৌঃ শেখ দলিলোর রহমান ছাহেব। ১৯। মৌঃ আজিজর রহমান ছাহেব। কাটাছারা মাদারসার মোদারেছে আউওল। ২০। মৌঃ গোলাম রহমান ছাহেব। ২১। মৌঃ মোবারক আলী ছাহেব। ২২। মৌঃ মহম্মদ আলী ছাহেব। স্থফিয়া মাদারছার মোদরেছ। ২৩। মৌঃ মহম্মদ আবদুল মজিদ ছাহেব। ২৪। মৌঃ মহম্মদ আবদুল জব্বার ছাহেব। ২৫। মৌঃ নূরবখশ ছাহেব। স্থফিয়া মাদারছার মোদারেছ। ২৬। মৌঃ মহম্মদ আবদুল্ল মজিদ ছাহেব। ২৭। মৌঃ নূর আহমদ ছাহেব, ২৮। মাওলানা মহম্মদ আবদুলগণি ছাহেব, উক্ত মাদাছার মোদরেছ।

সমাপ্ত।